কবি ও সাহিত্যিক সংবর্ধনা সংখ্যা

দৃপ্তস্বর

পত্রিকায় যা থাকছে

- পীরজাদাদের বোধদয়।
- সম্রাট আওরঙ্গজেব যে কারণে মন্দির মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন।
- সব অপরাধ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর কেন?
- ঐশী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।
- কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব কে আশু ঠাকুরের খোলা চিঠি।
- আধুনিক নারীবাদীদের অভিযোগ ও তার জবাব।

Scanned with CamScanner

আমরা কেন অন্যদের থেকে আলাদা

- Admission, Re-Admission খুবই কম।
- Holyday অন্যদের থেকে খুবই নগন্য
- ১৫জন ছাত্র-ছাত্রী পিছু একজন শিক্ষিকা।
- শান্ত-শীতল শিক্ষার পরিবেশ।
- পরিস্কার পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- হাত ধুয়ে টিফিন খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
- স্কুলগাড়ীর সুবিধা আছে।
- খেলাধূলার জন্য প্রাচীর ঘেরা ফাঁকা জায়গা।
- গরীব, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়।

ফিউচার সিটিজেন একাডেমী

(একটি মূল্যবোধ ভিত্তিক K.G. স্কুল)

সম্পাদক - গোলাম মোস্তাফা

ঘটমপুর (পূর্বপাড়া), পীরপুর, হাওড়া

Mob. : 9830693676 / 9838625003

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

সম্পাদক ও প্রকাশক
গোলাম মোস্তাফা

সহযোগিতায়
আব্দুর রাজ্জাক সাহেব
আনসারুল আব্বাস
জামানুর রহমান
নাসিম হাসান
আব্দুস সামাদ
সেখ রিয়াজ

বিজ্ঞাপনে
জামানুর রহমান

প্রচ্ছদ ভাবনা
গোলাম মোস্তাফা

যোগাযোগ
9830693676
7595925411

অক্ষর বিন্যাসে
দত্ত প্রিন্ট কর্ণার

হাতফেরি - ২৫/-

ফিউচার সিটিজেন একাডেমি
ঘটমপুর - হাওড়া কর্তৃক
প্রকাশিত।

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় -	২
কবি ও সাহিত্যিক সংবর্ধনা সভার আয়োজনে ফিউচার সিটিজেন একাডেমি	৩
অবশেষে পীরজাদাদের বোধদয় - মুহাম্মদ আলি	৪
আমরা সেই মেয়ে - মৌয়ারা খাতুন	৫
আধুনিক নারীবাদীদের অভিযোগ ও তার জবাব - মারিয়া খাতুন	৭
অঙ্গীকার - সেরিনা বেগম	১১
সম্রাট আওরঙ্গজেব যে কারণে মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস করেছেন - আনসারুল আব্বাস	১২
আমি ঠিকই লিখব - তামিমা মল্লিক	১৩
ঐশী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি - নাসীর আহম্মদ -	১৪
তুমি - রেহানা শাবনম	১৬
কবি-অকবি - ইবনে সিরজ	১৬
কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবকে আশুঠাকুরের খোলা চিঠি -	১৭
বাবরি রবে অন্তরে - আমান-উল্লা-মল্লিক -	১৯
ফিউচার সিটিজেন একাডেমি - নাসীর আহমদ	২০
শ্রী কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশু নয় - ডঃ সামসুল আলম -	২১
আজব দেশ - সেখ আসরাফুল ইসলাম -	২৩
নজরুল স্মরণে - সেখ আবুতালেব	২৪
ভাবনা - ফতেমা খাতুন	২৪
মহাকবি আল মাহমুদ-ইকবাল দরগাই - (সাংবাদিক - বর্তমান পত্রিকা)	২৬
মানবতা কাঁদছে - নাজমুস সাকিব -	২৭
তুমি কেমন লেখক - আনসারুল আব্বাস -	২৭
মুসলমানের দুর্গতি - এলিজা আফরিন - সপ্তম শ্রেণি	২৮
দিশা - তৌফিক আলম -	২৮
ভয় ঃ- (অনুগল্প) - শেখ লিয়াকত হোসেন	২৯

Scanned with CamScanner

সম্পাদকীয় ....

গড়ে উঠুক আগামীর কবি ও সাহিত্যিক

অবশ্যই আমরা কি একথা হলফ করে বলতে পারি না সমাজের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, যাদের কলমে, তারা হলেন কবি, সাহিত্যিক ও লেখকগণ। এক সময় কবিগাণ কবি লড়াই, নাটক, তর্জা ও যাত্রাপালার মধ্য দিয়ে সাহিত্য সমপ্রসারিত ও সম্প্রচারিত হতো গ্রামে গ্রামে। তাদের সংলাপ, বিলাপ কথন রোদনের মধ্যে এক অপরূপ সাহিত্য সৌন্দর্য ফুটে উঠতো। ভাষা শব্দ কত মধুর ও অর্থবহ হয় তা মানুষ আন্ত রিকতার সঙ্গে প্রেরণা ও উৎসাহ নিয়ে দেখতো বা শুনতো। এসব ভাষা সংলাপে মানুষের জীবন ও সমাজের চালচিত্র ফুটে উঠতো। বেশিরভাগ অল্প-অর্ধ্য শিক্ষিত মানুষজন তাদের অনন্য প্রতিভার প্রদর্শন করত, সংলাপ ও অভিনয়ে। আর এসব করতে গিয়ে কিছুই তো তারা পেত না অথচ নিজেদের সবকিছু সময় সম্পদ বিসর্জন দিত। সংগ্রহ করত নানা টিপ্পনী এমন কি সমাজে হাসির পাত্র হয়ে দুর্বীসহ জীবন কাটাতো। তাদের প্রতিভার মূল্যায়ন তো কেউ করত না, উল্টে বিশেষ অপরাধীর মতো জীবন অতিবাহিত করত। এ ট্রাডিশন সমানে চলেছে সেকাল থেকে একাল। এখনকার বাংলা সাহিত্যেও প্রকাশ পাচ্ছে জীবনের খুটিনাটি তরুণ তরুণ লেখক, কবি, সাহিত্যিকদের গদ্যে পদ্যে অনুগল্পে ও প্রবন্ধে। ফুটে উঠেছে জীবন ও জগৎ। তারা শোনাতে চায় সমাজ তথা দেশকে তাদের কণ্ঠস্বর। তাদের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া, ক্ষোভ-দুঃখ ও বেদনার বর্হিপ্রকাশ ফোটে তাদেরই কলমের ডগায়। ন্যায়ের প্রশংসা ও অন্যায়ের অঙিনায় কুঠারাঘাত করতে চায়, তাদের প্রতিবাদী 'দৃপ্তস্বর'। শান্তির হিমেল হাওয়ায় বিদ্বেষমুক্ত সুস্থ সমাজ ও দেশ গঠনে সম্প্রীতির সুমহান চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হয়, তাদেরই লেখনীতে। এমনই কবি সাহিত্যিক লেখক সাংবাদিকদের এক কদরপূর্ণচিত্র অংকিত হোক 'সমাজ আয়নায়'। যারা ব্যক্তিস্বার্থ ভুলে সমাজ ও দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে তাদের জীবনদর্পন। স্রোতের অনুকুলে নয়, স্রোতের প্রতিকুলেই এগিয়ে চলুক তাদের লেখনী। যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে পারে একটা সুসংহত জাতি।

Scanned with CamScanner

কবি ও সাহিত্যিক সংবর্ধনা সভার আয়োজনে ফিউচার সিটিজেন একাডেমি

গত ২৭শে ডিসেম্বর ২০২০ হাওড়া জেলা অন্তর্গত ঘটমপুর গ্রামে অবস্থিত ফিউচার সিটিজেন একাডেমী নামে স্কুলের সভাঘরে এক মনোরম পরিবেশে কবি সাহিত্যিক সংবর্ধনা নামে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। জেলার নানা প্রান্ত থেকে এমনকি প্রতিবেশি জেলা থেকেও কবি, সাহিত্যিকরা ও লেখকদের আগমন ঘটে উক্ত সভায়। সবার শুরুতে উপস্থিতির সংখ্যা কম হলেও ধীরে ধীরে কানায় কানায় পূর্ণ্য হয়ে যায়· সভাগৃহ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বহু গ্রন্থ প্রনেতা এবং সাপ্তাহিক মীযান পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব নাসীর আহমদ সাহেব। তিনি মুসলিম সমাজের দুরাবস্থা ও পিছিয়ে থাকার নানা দিক নিয়ে গবেষণা মুলক উপলব্ধির মূল্যবান কথাগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেন। মুসলিমদের মধ্যে কবি, সাহিত্যিক, লেখক, সাংবাদিকের অভাব যে প্রকট ও তা থেকে উত্তরনের উপায় হিসেবে এমন অনুষ্ঠানের ভূয়সী প্রসংশারও উন্মেষ ঘটে উনার বক্তব্যের পরতে পরতে। এছাড়া সভামঞ্চে উজ্জ্বলমুখ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'নবী রসুলদের ইতিবৃত' পুস্তকের রচয়িতা ও সাহিত্যিক জনাব মশিয়ার রহমান মোল্লা সাহেব, জনাব লিয়াকৎ হোসেন সাহেব, জনাব মনজুরা সাহেব। জনাব তৌফিক আলম সাহেব এবং আরও অনেকে সনামধন্য কবি সাহিত্যিক ও লেখকগণ। সভার সভাপতি ছিলেন সর্বজন পরিচিতি বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও লেখক জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব। তারপর ফিউচার সিটিজেন একাডেমীর পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল কবি সাহিত্যিকদের মানপত্র ও মমন্টো প্রদানের মধ্য দিয়েই সভার কাজে ইতি টানেন সভার সভাপতি।

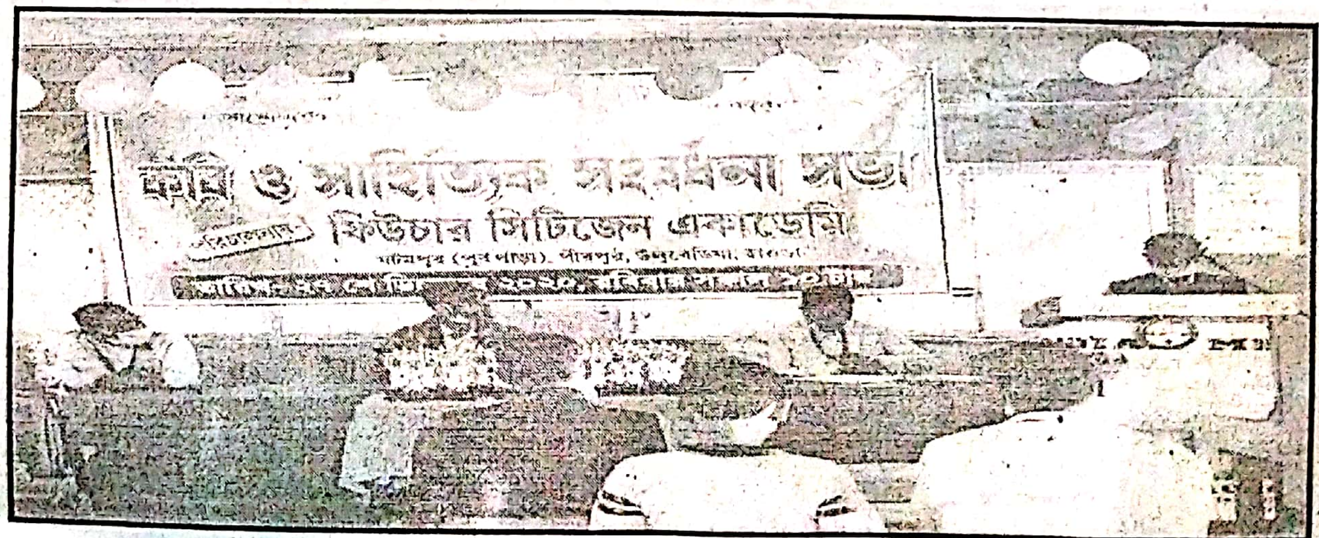

অবশেষে পীরজাদাদের বোধদয়

- মুহাম্মদ আলি

অবশেষে পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকি রাজনৈতিক দলের নাম ঘোযনা করলেন পেশ কনফারেন্স এর মাধ্যমে। দলটির নাম ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট। যার প্রেসিডেন্ট বিশিষ্ট শিক্ষক আদিবাসী সিমল সরেন। পীরজাদার দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেস, সিপিএম, তৃনমূল কংগ্রেস দল করে এসেছে। আজিও ত্বহা সিদ্দিকী তৃণমূল কংগ্রেসের দিকেই আছে। এরই মধ্যে আব্বাস সিদ্দিকী নতুন দলের ঘোষণা দিলেন। সঙ্গ রয়েছে একাধিক দলিত সংগঠনও। অনেকেরই ধারণা সিদ্দিকুল্লার মত হতে পারে। এ বিষয়ে আব্বাসসিদ্দিকী জানান - "আমি দল বিক্রি করতে নয় দল করতে এসেছি।"

অপর দকে তৃণমূল কংগ্রেসের এর সমার্থকরা তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। কারণ তাদের ধারণা তৃণমূল এর দলেরই ভোট ভাগ বসতে যাচ্ছে আব্বাস সিদ্দিকী। আব্বাস সিদ্দিকি এর জবাবে বলেন "ভোট কারও কেনা নয়। মানুষ যাকে পছন্দ করবে তাকে ভোট দেবে। তিনি আরও বলেন আমাদের লড়াই পিছিয়ে পড়া ও পিছিয়ে রাখা মানুষদের অধিকার আদায়ের লড়াই।

অপর দিকে বেশ কিছু মানুষ ধারণা করছে যে, ভোট ভাগাভাগি হলে এক্ষেত্রে লাভবান হবে বিজেপি। এক্ষেত্রে আব্বাস সিদ্দিকী বলেন "আমরা আসার আগেই বিজেপি এরাজ্যে কিভাবে ১৮টি এম.পি সীট পেল? আর তৃণমুল কংগ্রেসের মন্ত্রী গুলো কেন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে চলে যাচ্ছে? তাই তিনি দাবি জানিয়েছেন বিজেপি কে আঁটকাতে গেলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়া বন্ধ কতে হবে। না হলে তারা জিতে বিজেপিতে চলে যাবে।

তবে আব্বাস সিদ্দিকিরা রাজনৈতিক ময়দানে কতদিন টিকে থাকবে তা ভবিষ্যত বলবে।

আমরা সেই মেয়ে

-মৌয়ারা খাতুন (মালদা)

আমরা সেই মেয়ে,
তোমরা চিনবেনা আমাদের।
যাদের জন্মের সময় দেয়নি কোন আজান কিংবা শঙ্খধ্বনি।
জন্ম থেকে কেবলই পারিবারিক-সামাজিক ছকে বন্দী।
হাজার বাধার মাঝে আমরাও হাল ছাড়িনি।

যেমন যেমন বয়স বাড়ে,
স্বপ্ন-চোখে আশায় আশায়
চলছে ক্ষণ্ গোনা।

বিন্দু-বিন্দু অভিজ্ঞতার পাহাড় গড়েছি,
যুগের সাথে সাথে তাল রেখে,
আকাশ-অন্তরীক্ষ হতে অমোঘ চেতনাগুলি।

আমরা সেই মেয়ে,
শৃঙ্খলার যত বেড়ি আমাদের পায়ে,
আ-শৈশব থেকে সমাজ শিক্ষা দিয়ে আসছে।
জোরে জোরে কথা বলতে নেই।
চিৎকার-চেঁচামেচি করতে নেই।
ছুটতে নেই।
অট্টহাসি-হাসতে নেই।
কাঁদতে নেই।
কাঁদলেও লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদতে হয় মেয়েদের।
নিজেদের সফলতায় গর্ব করতে নেই।
গর্ব ভরে বলতে নেই আমরা পেরেছি।
অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করতে নেই।
অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাটাও ঘোর অন্যায় মেয়েদের।

আমরা সেই মেয়ে,
তোমরা চিনবেনা আমাদের।
আমরা এখনো বছর বিয়ানি

সন্তান-সন্ততি জন্মায়নি।
মুখ থুবড়ে পড়েনি সূতিকাগারে,
স্বামীর পরিচয়ে পরিচিত হয়নি এখনো।
যাদের বিয়ের বর পণ হিসাবে চাওয়া হয় লক্ষ কোটি টাকা।

আবার মেয়দের দেখবে তারা আনুবীক্ষণিক চোখ দিয়ে।
হাটিয়ে-হাটিয়ে,
চুল চিরে-চিরে,
কোনো দোষত্রুটি আছে কিনা।
আগে থেকে জেনে নেওয়া ভালো।

কিন্তু ছেলেদের দেখাবেনা তারা
এমনি পৈশাচিক দূরভীসন্ধি।
তোমাদের ভাবনা,
আমরা কালো না ফর্সা
লম্বা না বেঁটে।
ধনী না দরিদ্র।

আমরা সেই মেয়ে,
যাদের বাসে-ট্রামে,
রাস্তা-ঘাটে
ক্ষেতে-খামারে,
পুকুরে জলাশয়ে,

বনে-বাদাড়ে।
উপহাসের খোরাক হতে হয়,
যেন আমরা আমাদের নয়।
পুরুষের আস্ত বিচরন ভূমি।
সর্বদায় পারিবারিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক
কটাক্ষ-যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়।
পুরুষশাসিত-নীতিবিবর্জিত সমাজে মেয়েরা বড়ই অসহায়,
বারোয়ারি পণ্য শুধুই।

আমরা সেই মেয়ে,
"তোমরা আমাদের চেন কি?
যাদের মন-প্রাণ আছে,
ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে,
হাসি-কান্না আছে,
প্রেম-ভালোবাসা আছে,
সৃষ্টির আবেগ-অনুভূতি আছে,
হে-মমতা আছে,
সহজাত ছোটো বড় অনেক স্বপ্ন আছে"।
অথচ তোমরা আমাদের সাজিয়ে তোলো,
তোমাদের জীঘাংসা নথর-দন্তের,
খোরাক হিসাবে।

হাত-পা-গা-গতর-উরু-জঙ্ঘা চুযে চুষে,
স্বর্গীয় অনুভূতি পেতে...!!!

আমরা সেই মেয়ে,
আমাদের কণ্ঠ রোদ করা করুণ আর্তনাদ গুলি ভাঁটার মতো,
মলিন হতে-হতে-হতে নিঃশেষ হয়ে যায়।
মা-মাটি-মানুষের আবাশ ক্ষেত্র এই পৃথিবীতে,
আমাদের অধিকারের চাওয়া-পাওয়া,
নিছক কিতাবি বুলি!
আদমের কেতাদস্তর পৌরুষ-কৌলীন্যে শাসিত,
ইভেদের বাধ্য করে কাম-রতি কেলি কৌশলে।
আমরা ছিঁড়ে তছনছ করতে চায়,
পুরুষের বদ্ধমূল লোলুপতা, পরাধীনতার নাগপাশ,
রাতের আঁধারে বিষ দন্ত ছিঁড়ে,
কড়াই-গন্ডায় বুঝে নিতে চায়,
আমাদের সহজাত অধিকার।
অনন্ত কালের বঞ্চনা-লাঞ্ছনা যত...!!

আমরা সেই মেয়ে
"তোমাদের স্বরূপ আমরা পরখ করেছি,
যুগে-যুগান্তে সহস্র শতাব্দী ধরে,
সৃষ্টির আদিলগ্ন হতে,
তোমাদের হিংস্রক্রুর বিভীষিকা"।

N.C.N.H
Sukdev - 9874732686
Arif (Tinku)- 9874074839
Morselim - 8584082602
NEW CITY NURSING HOME
Bazarpara, Uluberia, Howrah
Office : 7278961868
Email : ncnh.sstm15@gmail.com

আধুনিক নারীবাদীদের অভিযোগ ও তার জবাব

- মারিয়া খাতুন

সমাজ-সভ্যতায় নারীর সঠিক ভূমিকা ও অধিকার নির্ধারিত হওয়া অত্যন্ত জরুরী, এর উপর নির্ভর করে শান্তি ও স্থিতি। আধুনিক নারীবাদীরা নারীর স্বতন্ত্র মানবীয় সত্ত্বা স্বীকার করে না। তাই তারা নারী ও পুরুষের পৃথক ভূমিকা মানতে চায় না। নারী-পুরুষকে একই সত্ত্বা ভাবা এবং একই ভূমিকায় ব্যবহার করার জন্য সমাজ সভ্যতার প্রতিটি স্তরে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে। কোনো ওষুধ কোম্পানি কোনো ওষুধ তৈরী করলে এর ব্যবহার প্রণালী জানিয়ে দেয়। কোম্পানির নির্দেশিকা অমান্য করলে ওষুধটি উপকার করার পরিবর্তে ক্ষতিসাধন করে। সারা সৃষ্টির বৃহত্তম কোম্পানি আল্লাহ্ মানব সমাজের অসংখ্য কল্যাণের উদ্দেশ্যে পৃথক সত্ত্বা দিয়ে নারী প্রজাতি সৃষ্টি করেছেন এবং এর ফলদায়ী ব্যবহারের নিয়ম নীতি নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের প্রজাতির মধ্যে হতে স্ত্রীদের তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট পরম প্রশান্তি লাভ করতে পারো। আর তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহৃদয়তার সৃষ্টি করেছেন, এতে জ্ঞানী লোকেদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে (কোরান-৩০:২১)। রবের তৈরী শরীয়ত হিসেবে গন্য এসব নিয়ম নীতি উপেক্ষা করার ফলে নারীর দ্বারা কল্যাণ অপেক্ষা কেলেঙ্কারী অধিক, নারী যেহেতু অর্ধেক মানবতা, তাই তার বিপর্যয়ে মানবতাও বিপর্যস্ত।

নারীবাদীদের প্রথম অভিযোগ শরীয়তে লিঙ্গ বৈষম্য অত্যন্ত প্রকট। নারী পুরুষের বৈষম্য প্রকৃতি গত বা জন্মগত। তাদের দেহ-মন, ক্ষমতা-কর্মদক্ষতা, আবেগ-অনুভূতি, হাঁটা-চলা, চাহিদা-আচরণ, সবকিছুর মধ্যেই প্রকৃতি গত পার্থক্য বিদ্যমান। এজন্য তাদের পরস্পরের পরিপূরক করা হয়েছে। অর্থাৎ একজন ছাড়া অপর জন পরিপূর্ণ হয় না। পরিপূর্ণতা প্রদানের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে আকর্ষণ, প্রেম ও যৌনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। যাতে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরিবার গঠন করতে পারে। প্রকৃতিগত পার্থক্য থাকায় তাদের পারিবারিক ও সামাজিক ভূমিকা ভিন্নতর হওয়া যুক্তিযুক্ত। পাহাড় ও সমুদ্রের প্রকৃতিগত পার্থক্য দূর করে সমতল বানানোর অপচেষ্টা অত্যন্ত বিপদ জনক। একজন শিক্ষক ও একজন মজুরের কাজ বা ভূমিকা সমান করতে গেলে সভ্যতার সংকট সৃষ্টি হবে। খেলার মাঠে একই খেলায় সব খেলোয়াড়ের পারফরমেন্স বা ভূমিকা কখনো সমান হয় না। প্রকৃতিগত পার্থক্য গুলো আইনের মাধ্যমে সমান করতে গেলে বিপর্যয় অনিবার্য। সরলমতি নারীকে প্রগতি ও সাম্যের গান শুনিয়ে পুরুষের প্রতিদ্বন্দী করে অসম প্রতিযোগিতার কঠিন ময়দানে নামানো হয়েছে। এর অশুভ পরিনতিতে নারীর সম্মানহানি ও ভাগ্য বিপর্যয় সর্বত্র। অ্যাসিড হামলা, গনধর্ষন, অপহরণ, প্রভৃতি অপকর্ম অহরহ ঘটে চলেছে। মাতৃ গর্ভ থেকে শ্বশুর বাড়ির সিলিং ফ্যান সর্বত্র নারীর মৃত্যু পরোয়ানা কার্যকর হয়। নিষিদ্ধপল্লীর অন্ধকার কুঠরিতে খদ্দেরের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে নারীর জীবিকা। লালসা চরিতার্থ করতে

উদ্যত ধর্ষকের দয়ার উপর নির্ভর করে নারীর ইজ্জত সম্মান। নদীর গতিপথ পালটে দিলে যেমন প্রবল - ধস সৃষ্টি হয়, তেমনি নারীর প্রকৃতিগত জীবন শৈলী বদলে দেওয়ার জন্য পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র বিপন্ন। প্রকৃতপক্ষে মানবিক সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলাম নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ রাখেনি, নারী হিসাবে জন্মাবার কারণে পুরুষের তুলনায় নারীকে নীচ-হীন করার জাহেলী চিন্তা-চেতনা ইসলামে পাপ হিসাবে গণ্য। নারী-পুরুষের মানবিক মর্যদা সমান করার জন্য আল্লাহ ঘোষনা করেছেন, 'যে ব্যক্তিই উত্তম কাজ (নেকআমল) করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী যদি সে বিশ্বাসী হয় তবে তাকে দুনিয়াতে পবিত্র জীবন-যাপন দান করবো এবং পরকালেও তাদের উত্তম প্রতিফল দেওয়া হবে'. (কোরআন ১৬:১৭)। নারীদের জন্য সঠিক ভাবে সেইরূপ অধিকার নির্ধারিত করা হয়েছে, যেমন স্ত্রীদের উপর পুরুষদের অধিকার আছে, অবশ্য পুরুষদের জন্য নারীদের উপর একটি বিশেষ মর্যাদা আছে (কোরআন ২:২২৮) নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র মানবসত্তা উল্লেখ করা হয়েছে কোরআনে, 'শপথ রাত্রির যা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। শপথ দিনের যা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শপথ সেই সত্ত্বার যিনি পুরুষ ও নারী (পৃথক সত্ত্বা) সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ পার্থক্য আছে তোমাদের কার্যকলাপেও' (৯২:১-৪)। কাউকে নীচ-হীন করার জন্য বিদ্রূপাত্মক ভাষা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। 'তোমরা একজন অপরজনকে অবজ্ঞা সূচক খারাপ ভাষায় ডাকবে না, এ ধরনের ফাসেকী কাজে খ্যাতি লাভ করা খুব অন্যায়। এরূপ আচরন কারীরা যালেম (৪৯:১১)।

নারীবাদীদের দ্বিতীয় অভিযোগ। ইসলাম ধর্মে পরিবারে অধিকর্তা করা হয়েছে পুরুষকে। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা রক্ষা ও সঠিক ভাবে পরিচালনার জন্য একজন প্রধান কর্মকর্তা প্রয়োজন। এজন্য প্রধান শিক্ষক, চিফঅফিসার, থানার আইসি, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার পৌরসভার চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত প্রধান, মুখ্যমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী প্রভৃতি শীর্ষতম কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়। যদি তাদের ক্ষমতা সহকর্মীদের সমান হয়, তবে চরম বিশৃঙ্খলায় ও সমান্তরাল একাধিক শাসননীতিতে প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। অবশ্য প্রধান কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারী দমন-পীড়ন প্রতিরোধ করার জন্য সহকর্মী সুলভ কিছু আদর্শ আচারন বিধি লাগু করা থাকে। মানব সভ্যতার অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হল পরিবার। পরিবার গুলোতে সঠিক পরিচালনা ও শৃঙ্খলা রক্ষাতাগিদে স্বামীকে বা পুরুষকে অধিকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। "পুরুষরা হলো স্ত্রীলোকদের পরিচালক (কাইয়েম)। এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের মধ্যে একজনকে অপর জনের উপর বিশিষ্টতা দান করেছেন এবং পুরুষরা তাদের (স্ত্রীদের) জন্য ধনসম্পদ ব্যয় করে" (কোরআন ৪:৩৪) স্ত্রীদের সঙ্গে সহকর্মী সুলভ মানবিক আচরন করার জন্য পুরুষদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। "তাদেরকে (স্ত্রীদের) তোমাদের (স্বামীর) বাসস্থানে থাকতে দাও এবং কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে জ্বালা যন্ত্রনা দিও না। স্বচ্ছল লোকেরা স্বচ্ছলতা অনুযায়ী স্ত্রীদের জন্য ব্যয়ভার বহন করবে এবং গরীব লোকেরা সেই মতো ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যতটা সামর্থ্য দিয়েছেন, তার বেশী ব্যয় করার দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না" (কোরআন-৫৫:৫-৭)। "স্ত্রীদের সাথে সদয় সুন্দর ব্যবহার করো,

তাদের কোনো একটি বিষয় তোমাদের অপছন্দ হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেই আল্লাহ অনেক কল্যান নিহিত রেখেছেন" (কোরআন ৪:১৯)।

নারীবাদীদের তৃতীয় অভিযোগ পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে কন্যা প্রাপ্তি পুত্রের অর্ধেক। এটা নাকি নারীদের প্রতি অবিচার। শরীয়তের উত্তরাধিকার বন্টন-বিধানে প্রাপকের অংশ লিঙ্গভেদ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়নি। অথচ এটাকে বাহানা করে ইসলাম বিরোধী মহল নানান অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। প্রকৃত ব্যাপার হলো আদল ও ইহসান (অর্থাৎ দায়িত্ব অনুযায়ী অধিকার প্রাপ্ত ও মানবিকতা) এবং রক্ত সম্পর্কের নৈকট্যতা এ দুটি মানদণ্ডে মরোনোত্তর উত্তরাধিকার বন্টন বিধান স্বয়ং আল্লাহ প্রবর্তন করেছেন। (দ্রষ্টব্য সুরা নিসা ১১ ও ১২ আয়াত)।

এটা মুসলমানদের তৈরী করা নয়, এমনকি নবীর ও তৈরী করা নয়। সৃষ্টি কর্তার তৈরী এই নিখুঁত বিধির বিধানে গাণিতিক হিসাব নিকাশ এবং নৈকট্যের ক্রমানুসারে প্রাপক আত্মীয়দের তালিকা তৈরী করা ঐশী জ্ঞান বিজ্ঞানের অতি বিস্ময়কর অবদান। ১/২, ১/৪, ১/৮ এবং ১/৩, ১/৬, ২/৩ মাত্র এই ছয়টি ভগ্নাংশ সংখ্যার দ্বারা নিকট থেকে দূরবর্তী সম্পর্কের অসংখ্য উত্তরাধিকারীর প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ নির্ধারণ করে শরীয়ত তামাম বিদগ্ধ গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক পণ্ডিতদের বিস্মিত করেছে। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও ভারসাম্য রক্ষার কালজয়ী এই উত্তরাধিকার আইনের ভুল-ভ্রান্তি প্রমান করার সাধ্য পৃথিবীর কারও নেই। করুনাময়ের অজস্র আপার করুনা ধারার মধ্যে এটি অন্যতম অনুগ্রহ।

প্রথম মানদণ্ড আদল ও ইহসান (দ্রষ্টব্য) সুরা নহলের ৯০ আয়াত)। আদল হলো দায়িত্ব-ভার অনুযায়ী অধিকার প্রাপ্তি। ইহসান হলো নিজের প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা কিছুটা কম নিয়ে ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। অথবা নিজের প্রাপ্ত অংশ থেকে কিছুটা হলেও গরীবভাই বোন বা অন্যান্য আত্মীয়দের দান করে উদার হৃদয়ের মহানুভবতার আদর্শ সৃষ্টি করা। 'কিন্তু তোমরা যদি ইহসান (দয়া ও সহানুভূতি) অবলম্বন করো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো, তবে নিঃসন্দেহে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের এই কর্ম নীতি সম্পর্কে অবহিত কোরআন ৪:১২৮)। শরীয়তে নির্ধারিত পুত্র-কন্যাদের অংশ প্রাপ্তি হলো আদল, যা আবশ্যিক। বোনেদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার জন্য ভায়েদের ব্যয় নির্বাহ হলো ইহসান। পুত্রদের দায়িত্ব-ভার বেশী বলে তাদের প্রাপ্তি ও বেশী। নিজেদের সংসার খরচ নির্বাহ করার সঙ্গে পুত্র সন্তানকে আরো অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন করতে হয়। ছোটো ভাই-বোনেদের প্রতিপালন, পিতা-মাতার ভরনপোষন ও পরিচর্যা করা, বোনেদের বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করা প্রভৃতি গুরুদায়িত্বের আর্থিক বোঝা পুত্রদের বহন করতে হয়। এসব দায়িত্ব কন্যাদের থাকে না। অন্যের দায়িত্ব তো দূর অস্ত, নিজের দায়িত্ব ও কন্যাদের বহন করতে হয় না। তাদের যাবতীয় আর্থিকদায় থেকে অব্যহতি দিয়েছে ইসলাম। কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা, কেরানী, পিওন, নৈশ প্রহরী, ঝাড়ুদার, রাধুনি, পাশ্বশিক্ষক সকলেই সরকারী কর্মচারী, কিন্তু দায়িত্বভার ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের বেতন বিভিন্ন হয়। এটাই হলো আদল নীতি, যা সর্বত্র প্রয়োগ করা হয়। কোথাও বৈষম্যের অভিযোগ নেই। বরং সর্বজনীন স্বীকৃত। ইনসাফ প্রতিষ্ঠার মহৎ উদ্দেশ্যেই শরীয়ত পুত্র সন্তানের উত্তরাধিকারী প্রাপ্তি কন্যার দ্বিগুন করেছে। মাত্র

Scanned with CamScanner

চারটি ক্ষেত্রে এরূপ করা হয়েছে।

প্রথমঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যার ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়ঃ মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা না থাকলে সহোদর ভাই ও বোনেরা উত্তরাধিকার হলে (কোরআন-৪:১৭৬) তৃতীয়ঃ মৃত ব্যক্তির সহদর ভাই-বোন না থাকলে বৌমাত্রেয় ভাই-বোনেরা ওয়ারিশ হলে। চতুর্থঃ মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই-বোন না থাকলে পৌত্র-পৌত্রির ক্ষেত্রে।

মীরাস বন্টনের দ্বিতীয় মানদণ্ড হলো সম্পর্কের নৈকট্যতা। নিকটতম আত্মীয় থেকে দূরতম সম্পর্কের আত্মীয় পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রাপ্ত অংশের পরিমান ক্রমে কমতে থাকে। মৃত ব্যক্তির পুত্র সন্তান না থাকলে সহোদর ভাই, পিতা-মাতা, স্ত্রী ও কন্যা উত্তরাধিকারী হয়। কন্যা অন্যদের তুলনায় সবচেয়ে নিকটতম আত্মীয় হওয়ায় তার প্রাপ্য অংশ সবচেয়ে বেশি (অর্ধেক) এবং দূরতম আত্মীয়তার কারণে সহোদর ভাইয়ের প্রাপ্য অংশ কন্যার চেয়ে কম। এক্ষেত্রে নারীর প্রাপ্তি পুরুষের চেয়ে বেশি। এরূপ ত্রিশটি ক্ষেত্র আছে। যেখানে নারীর অংশ পুরুষের চেয়ে বেশি অথবা পুরুষের সমান। নারীবাদীদের চতুর্থ অভিযোগ হলো পুরুষের একাধিক পত্নী রাখার ব্যবস্থাপনা। মায়ের অপত্য হে, স্ত্রীর সুমধুর প্রেম, কন্যার নিবিড় শ্রদ্ধা, বোনের অনাবিল ভালোবাসা মানব জীবনকে সতেজ সিক্ত করে সদা গতিশীল রাখে। সমাজ সভ্যতার প্রতিটি স্তরে শান্তি ও স্থিতি স্থাপনের জন্য এদের সগৌরব উপস্থিতি অত্যন্ত প্রয়োজন। বহুমুখী আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি এবং তাদের হে সান্নিধ্য সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য বিয়ে-শাদী ও পরিবার গঠনের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুদের ব্যক্তিত্ব গঠন ও মানবিক গুনের বিকাশ সাধনের জন্য ও পরিবার প্রয়োজন। ঘর-বর ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই নারীর নিশ্চিন্ত যাপন ও নিরাপত্তা নেই। নিসিদ্ধ পল্লীর অন্ধকার কুঠরীতে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা একাধিক পত্নী গ্রহণের চেয়েও কী বেশি মানবিক? এসব থেকে নারী মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় হলো ইসলাম নির্দেশিত পুরুষের একাধিক বিয়ের মানবিক ব্যবস্থাপনা। 'তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎ চরিত্রবান, তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করো। তারা যদি গরিব হয় তাহলে আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে তাদের ধনি করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত উদার ও মহাজ্ঞানী' (কোরআন-২৮:৩২)। পতিতা, রক্ষিতা, দেবদাসী, যৌনদাসী, কলর্গাল, সমকাম, পরকীয়া, লিভটুগেদার প্রভৃতি অপকর্ম নারীদের যুক্ত, করা হয়েছে। এতে নারীরা সামাজিক মর্যাদা, বাঁধাবাবুর উত্তরাধিকার প্রাপ্তি, মা হওয়ার প্রকৃতিগত স্বপ্ন পূরন, আত্মীয়তার সুখ, সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ-দুর্দশার মহাসিন্ধুতে নিমাজ্জিত হয়। অধিকার বঞ্চিত মানবেতর জীবন নিয়ে ভোগ্য-পন্যে পরিনত হওয়ার চেয়ে একটি পতির একাধিক পত্নী হয়ে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ ও সম্মানের। গভীর ষড়যন্ত্র মূলক এক প্রচারনা দ্বারা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয় যে, পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য নারীদের যাবতীয় দূর্গতি। তাই নারীবাদীরা নারী পুরুষের ভূমিকা সমান করার এবং যুগ্ম নেতৃত্বের অলীক দাবি নিয়ে প্রকৃতি বিরুদ্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করেছে। স্বাবলম্বন ও স্বাধীনতার টোপ দিয়ে বাইরের ফাঁদ পাতা শিকারী সংকুল রঙ্গমঞ্চে টেনে এনে নারীদের যৌন-পন্যে পরিণত করা হয়েছে। এ থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের নির্দেশ হলো 'নিজেদের ঘরে অবস্থান করো এবং পূর্বতন জাহেলী যুগের মতো সাজগোজ দেখাতে ঘুরে

Scanned with CamScanner

ছেড়িও না' (কোরআন ৩৩:৩৩)।

নারীবাদীদের পঞ্চম অভিযোগ- দাম্পত্য কলহ-কোন্দল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তালাক বা ডিভোর্স এটা সব ধর্ম, জাতি ও দেশেই আছে। এটা আদালতের মাধ্যমে করতে গেলে সুদীর্ঘ দশ বারো বছর কালক্ষেপন, প্রচুর অর্থ ব্যয়, অবিরাম দৌড়-ঝাঁপ ও পরিবারের সম্মানহানি হয়ে থাকে। এ জটিল ব্যয়বহুল পদ্ধতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ে ব্যাপক ভাবে বধূহত্যা ঘটে। দাম্পত্য অশান্তির দহনজ্বালা থেকে পরিবার গুলোকে বাঁচাতে ইসলাম নির্দেশিত তিন তালাক প্রথা অনেক বেশি সহজ ও সফল। স্বামীর দ্বারা নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে কিংবা অপমানকর জীবন যন্ত্রনা ভোগ করার চেয়ে তালাক প্রাপ্ত হয়ে বেঁচে থাকা নারীদের জন্য অধিক মানবিক। দুর্বিসহ যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাবার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে অস্ত্রপ্রচার করে শরীর থেকে বাদ দিয়ে দেয়া কল্যানকর ও স্বাস্থ্যকর।

অঙ্গীকার

- সেরিনা বেগম (বসির হাট, উঃ ২৪পরগনা)

হিফাযতের চাবি আমাকে ধরিয়ে দাও
দোষের পাহাড় ভেঙে দিয়ে নতুন করো,
হে চিরজীবন্ত! নফসের লাগাম লাগাও
রহমতের ছায়ায় এই নশ্বর জীবন ভরো।

মুক্ত প্রাণের স্পন্দনে নূরের প্রলেপ থাক
ভিক্ষার ঝুলি জমে উঠুক করুণার কড়ি,
ক্ষমার বন্যায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিভে যাক
সবুজ স্বপ্নের আল্পনা এঁকে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

সেদিনের অজানা কষ্ট হতে বাঁচিয়ো এমন
মৃত দেহ পুনঃ সঞ্চারী হবে নতুন আগমন,
যতন করে রেখো সেদিন দিয়ো গো দরশন
সব ক্ষতকে মুখে দিয়ে করো মোরে আপন।

অজানা পথিকের মতো আর রেখোনা আমার
উপকারী বিদ্যার ঝুলি থাক বাসনার বাহানায়,
নিঃস্বার্থ ভালোবাসার হালাল বিনোদনের হার
প্রশান্তির কিনারা বাঁধা থাকুক এমন সুখ চাই।

হালাল রুজির বরকতে নয়নে দীপ্তি আসে
পেয়ালা ভরি দুকূল ভরি করিনা যে অস্বীকার,
গন্তব্যস্থলের দিক এগিয়ে যাই আলো ভাসে
হেঁটে চলেছি ঈমানের অঙ্গনে করি অঙ্গীকার।

Scanned with CamScanner

সম্রাট আওরঙ্গজেব যে কারণে মন্দির ও মসজিদ ধ্বংস করেছিলেন

- আনসারুল আব্বাস

সম্রাট আওরঙ্গজেব কে মন্দির ধ্বংসকারী হিসাবে সবাই চেনে। কারণ প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকে সেভাবেই লেখা হয়েছে। কিন্তু কেন ভেঙেছিলেন তার কারণ পাঠ্যপুস্তকে দেওয়া হয়নি। এটার নামই বিকৃত ইতহাস। এর সঙ্গে সম্রাট আওরঙ্গজেব যে মসজিদও ধ্বংস করেছিল এটা হয় তো অনেকেই জানে না। তার কারণগুলি আমি একে একে উল্লেখ করবো।

বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের কাহিনি হল এই যে, বাংলা অভিমুখে যাত্রা পথে আওরঙ্গজেব যখন বারাণসীর কাছ দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর অধীনস্থ হয়ে হিন্দু রাজার অনুরোধ করেন যদি একদিন যাত্রা-বিরতি ঘটানো যায় তাহলে রাজমহিষীরা, বারাণসী গিয়ে গঙ্গা ান করে প্রভু বিশ্বনাথকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে পারেন। আওরঙ্গজেব সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। বারাণসীর পাঁচ মাইল দূরে সেনা শিবির স্থাপিত হল। মহিষীরা শিবিকারোহনে যাত্রা করলেন। গঙ্গান সেরে 'শ্রদ্ধা নিবেদনার্থে তাঁরা গেলেন বিশ্বনাথের মন্দিরে। পূজার্চনা শেষে সবাই ফিরে এলেন। এলেন না শুধু একজন, কচ্ছের মহারাণি। মন্দির এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কিন্তু রাণিকে কোথাও পাওয়া গেল না। এটি আওরঙ্গজেবের গোচরে আনা হলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। রাণির খোঁজে পাঠালেন উর্দ্ধতন কর্মচারীদের। শেষ পর্যন্ত তারা দেখতে পান, দেওয়াল সংলগ্ন গণেশ মূর্তিটিকে নাড়ানো যায়। মূর্তি ঘুরিয়ে তাঁরা দেখলেন একগুচ্ছ সিঁড়ি ভূগর্ভ বরাবর চলে গেছে। সভয়ে তাঁরা নিখোঁজ রাণিকে দেখতে পেলেন... ধর্ষিতা আর ক্রন্দনরতা। ভূতল কক্ষটি বিশ্বনাথের বেদীর ঠিক নীচেই। রাজারা সোচ্চার প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। অপরাধে যেহেতু জঘন্য অতয়েব তাঁরা দণ্ডযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানালেন। আওরঙ্গজেব আদেশ দিলেন, পবিত্র দেবাঙ্গন যেহেতু কলুষিত হয়েছে, অতএব প্রভূ বিশ্বনাথ কে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হোক। মন্দির ভূমিস্যাৎ হোক। আর মহান্তকে বন্দি করে শাস্তি দেওয়া হোক।

ড. পট্টভাই সীতারামাইয়া প্রামাণ্য দলিলের ভিত্তিতে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ দ্য ফিদারস য়্যান্ড দ্য স্টোনস' এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। পাটনা মিউজিয়মের প্রাক্তন কিউরেটর ড. পি এল গুপ্ত ও ঘটনাটি সভ্য বলে দৃঢ়ভাবে সমার্থন করেন। ঐতিহাসিকরা সাধারণত আহমেদাবদের নগরশেঠ নির্মিত চিন্তামন মন্দির ধ্বংসের কথা বলেন। কিন্তু উক্ত আওরঙ্গজেব যে উক্ত নগরশেঠকে শত্রুঞ্জয় ও আবু মন্দিরের জন্য ভূমি দান করেন, তার বেলায় নিশ্চুপ থাকেন।

এবার আসাম যাক জামা মসজিদ ধ্বংসের কারণ।

Scanned with CamScanner

গোলকুণ্ডার শাসণকর্তা, বিখ্যাত তানাশাহ রাষ্ট্রের রাজস্ব সংগ্রহ করে দিল্লিতে তাঁর দেয়া কর আদায় দেননি। কয়েক বছরের মধ্যে তার পরিমান কোটিতে গিয়ে পৌঁছায়। তানশাহ এই খাজনা মাটিতে পুঁতে তার ওপর জামাআ মসজিদ খাড়া করেন। একথা জানতে পেরে আওরঙ্গজেব মসজিদ ধ্বংসের আদেশ দেন। পুঁতে রাখা খাজনা বাজেয়াপ্ত করা হয়। আর তা জনকল্যাণে ব্যয়িত হয়। বিচারিক রায়ের ক্ষেত্রে আওরঙ্গজেব যে মন্দির ও মসজিদের মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, তা দেখানো জন্য এই দুটি উদাহরণই যথেষ্ট। (Islam and Indian culture Dr. B.N. Pandey Page No. 47, 48, 49)

আমি ঠিক-ই লিখব

-তামিমা মল্লিক (হুগলী)

একদিন আমি ঠিক-ই লিখবো। সত্যি বলছি;
একদিন খুব তোড়-জোড় করেই লিখতে বসবো
সে কাহিনী; অতীত অথবা আংশিক সেই ইতিহাস।
কেউ খোঁজ রাখেনি মানুষগুলোর। লিখে ফেলবো, মানুষগুলোর পরিস্থিতি।
বর্তমান অথবা পূর্বের; লিখে ফেলবো অসুখ আর বেঁচে থাকার কাহিনীগুলো।

একদিন সত্যিই লিখে ফেলবো একটি কবিতা হৃদয়বিদায়ক,
ছন্দ পতন হবে হবে সে কবিতায় অথবা ভালোবাসা; দ্রোহের কবিতা;
একটি বিপ্লবের কবিতা ও হতে পারে। লিখে ফেলবো বিষন্নভরা একটি ছোট গল্প।
অথবা বড়ো সেমি উপন্যাস হয়তো একটি গদ্য কবিতা ও হবে।
হয়তো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে আমার লেখা সে কাহিনী।

মানুষের কাহিনী, খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কাহিনী; আমার পর্বপুরুষ।
আমার উত্তম পুরুষের কাহিনী লেখা হবে খুব যত্ন করে, লেখা হবে।
আমার অসহায় সমাজের বিচিত্র ক্ষুদার্থ চেতনাগুলোকে।
লেখা হবে প্রিয়জনদের বেঁচে থাকার কাহিনীগুলোকে।

হয়তো পাতা ভরে উঠবে আমার স্বপ্নগুলো। ঠিক লিখবো একদিন
একদিন ঠিক বসে যাবো লিখতে মুনুষ বেঁচে থাকার ইতিহাস
মেহনতি মানুষের ইতিহাস; ঘরপোড় নারীর কল্পিত স্বপ্নের কথা।
একদিন আমি ঠিক-ই লিখবো দেখে রেখো মনে রেখো,
সত্যিই একদিন লিখে ফেলবো আমি একটি হৃদয়বিদায়ক।

Scanned with CamScanner

ঐশী ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি

- নাসীর আহমদ

সব কিছুর নিয়ামক, নিয়ন্তা হলেন আল্লাহ-পাক। তিনি সব কিছুর সৃষ্টি, স্থিতি, উত্থান পতনের মূল শক্তি। তাই তিনি সর্বশক্তিমান, মহয়িন কাদ্বির। তকদীর তাঁর হাতে, কেউ যদি আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্ম সমর্পণ করে তবে তার মুকাদ্দের হবেন আল্লাহ। তিনি কাদের গনি। তিনি সবার থেকে ধনী, তিনি যাকে রাখবেন তাকে কেউ মারতে পারবেন না। তিনি যাকে মারবেন তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কোন জাতি, সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্থান-পতন তাঁর ইচ্ছাধীন। তাই তাঁর সন্তুষ্টি বিধান হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির দায়িত্ব। তাঁর ইচ্ছার প্রতিরোধকারী নেই।

গ্রীক-রোমান-পারস্য মিল্লাতে ইবরাহীম বনী ইসরাঈল। উম্মতে মোহাম্মদী সবারই উত্থান-পতন তাঁর হাতে। মানব ও দানব জাতির উত্থান পতনই তাঁর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান, সম্মান দান অর্থদান করেন। কেউ যদি তাঁর আদেশ নিষেধের কিছু অংশ পালন করে আর কিছু অংশ পালন না করে সে নবীর বংশ ও নবীর উন্মত্ত হলেও সে অভিশপ্ত হবে। প্রথমে খেলাফত হবে তারপর বাদশাহিয়াত ও রাহবানিয়াত হবে। রবুবিয়াত দূরে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর অযোগ্য বাক্যবাগীল ও ভাঁড়দের সৃষ্টি হবে। তারা লাঞ্ছিত-অপমানিত হবে অতঃপর গজব আসবে যেমন নূহের জাতি, আদ, সামুদ, ফোরাউন, লুতের জাতি, দ্রাবিড়, হরপ্পা জাতি সমূহের উপর এসেছিল। কেউ যদি গিরীল ও গৌরিক জাতির ইতিহাস অনুধাবন করে তাহলে এই বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশ সে দেখবে। এই জতি আলেকজাণ্ডারের রাজ্যতান্ত্রিক সাম্রাজ্য, পেরিক্লিসের গনতান্ত্রিক সাম্রাজ্য দেখেছে, অতঃপর দেখেছে আল্লার আযাব। এই আযাব এসেছিল এক মারণব্যাধি হিসাবে। এটা এসেছিল গ্রীসের গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারের যুগে।

ইসলামে গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারের যুগ ছিল খারেজী যুগ। এটা ছিল কট্টরপন্থীদের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের যুগ। তারা বলতো আল্লাহ ছাড়া তারা কারও কথা শুনতে নারাজ কিন্তু আল্লার কথাটা কি তারা তা জানতো না। হযরত আলী (রাঃ) বললেন কুরআন তো আমি। কুরআনের মর্মজ্ঞানের জ্ঞান তাঁরই ছিল। অন্য কারেরা তা ছিল না। থাকলে তারা তা নিষ্টাপূর্ণভাবে মানতে প্রস্তুত ছিল না। তারা ছিল স্বৈরাচারী। সত্যের আড়ালে তারা মিথ্যার ষড়যন্ত্র এ মেতেছিল। খারেজীরা সারারাত ইবাদত করতো আর সারাদিন লড়াই করতো। তারা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করতোনা। রাষ্ট্র সরকার ও প্রশাসন ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। নৈরাজ্যের ফলে সবলের হাতে দুর্বল মারা পড়বে। সমাজে মাৎস্যান্যায় দেখা দেবে। তারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রনায়ক হযরত আলীকেই (রাঃ) খুন করে ফেললো। এর মূলে ছিল ইহুদী মস্তিস্ক। আজও সারা বিশ্বব্যাপী যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাও সেই অভিশপ্ত ইহুদী খৃষ্টান মস্তিস্ক।

রসূল (দঃ) বলে গেছেন খেলাফতের পর

Scanned with CamScanner

বাদশাহিয়াত আসবে, কিন্তু তাও অন্ত হবে। আসবে ডিকটেটরদের যুগ কিন্তু তাও গত হবে। অতঃপর আসবে গনতান্ত্রিক স্বৈরাচারের যুগ। এটা হবে গাধাদের শাসন। কেতাবের ভারবাহী গাধা না হওয়া পর্যন্ত দাজ্জাল আসবেনা। অতঃপর আসবে খেলায়াত আলা-মিন হাজুন নবুয়তের যুগ। আলী-ফতেয়ার বংশজাত ইমাম মেহেদীর যুগ।

আমরা এখন এই যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে

গ্রীসে নবী এসেছিল, দার্শনিক এসেছিল, বিজ্ঞানীও এসেছিল। আলেকজাণ্ডারের মতো সাম্রাজ্যবাদী তাগুতী সম্রাটও এসেছিল। পেরিক্লিসের মতো জবরদস্ত গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সাম্রাজ্যবাদীও এসেছিল। আশেপাশের সমস্ত ছোটে খাট জাতিদের এথেন্সের গোলামী করতে হবে কেননা তাদের মধ্যে বড় বড় কূটনীতিবিদ, যোদ্ধা ও রণনিপুণ জেনারেল বিদ্যমান ছিল। জোর যার মুলুক তার। তার Mighty ছিল। Mighty কে তারা Right বলে মনে করতো। Right থাকলেও Might না থাকলে সে মারা পড়তো কিন্তু Mighty র উপর যে Almighty আছে তারা তা মানতো না।

আমাদের কালে বৃটিশদের মতো Mighty সাম্রাজ্য ছিল না তুলনামূলকভাবে উৎকৃষ্ট কিন্তু তা ঐশী আইনের মতো উৎকৃষ্ট ছিল না কিন্তু তারা মনে করতো অন্যান্য জাতির স্বাধীন থাকা উচিত নয়। সকলকে তাদের অধীন থাকতে হবে। নেটিভ ও তারা সমান হতে পারেনা। অন্যান্যদের স্বাধীন থাকার ও শাসন পরিচালনার কোন অধিকার নেই। সকলকে তাদের গোলাম থাকতে হবে। কঠোর বর্ণবাদ ছিল তাদের মজ্জাগত।

এই ইহুদী নাসারা বিভ্রান্ত জাতি। তারা খ্রষ্টের ন্যায় মহান নবীকেও মানেনা। নবীকুল শিরোমনি হযরত মোহাম্মদ (দঃ) তাদের প্রাণের দুশমন কেননা তিনি মানুষের উপর মানুষের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁর অনুসারীদের পদানত করে না রাখতে পারলেতাদের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে গ্লাডষ্টোন বলেছিলেন কোরান থাকতে মুসলমানদের গোলাম করা যাবে না। অতঃপর ইহুদী বংশজাত প্রধানমন্ত্রী ডিজ্রেলী উসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের বিদ্রোহে উসকানী দেয়। তারা প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চালিয়ে খেলাফত ধ্বংস করে ছাড়ে। তারা ভারতে তুর্কী মোগল সাম্রাজ্যও ধ্বংস করে। তারা আরবদেরও খণ্ডবিখণ্ড করে ছেড়ে দেয়। তারা আরব তুর্কীদের পরস্পরের রক্তপানে উদ্বুদ্ধ করে। শরীয়তী আইন উচ্ছেদ করে। আরবী-ফারসী, তুর্কী ও উর্দুকে বিশ্বের রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে নিক্ষেপ করে। তারা তাদের এজেন্টদের দিয়ে মিথ্যানবীও খাড়া করে। বৈদান্তিক ভারতীয় দর্শন ও পারস্য মিষ্টিসিজম ও গ্রীক বৈদিক চিন্ত াধারা, খৃষ্টান রীহাবানিয়াৎ রবুবিয়াতের জেহাদী ভাবধারাকে মনসুখ করে দিয়েছে। তারা তৌহিদ রেসালাতের নির্মল স্বচ্ছধারাকে ঘোলা করে দিয়েছে এবং শত্রুরা এই ঘোলাজলে মাছ ধরে নিয়েছে। সবাই রোজর্গ পরস্ত হয়ে গেছে এমনকি রাজাবাদশারাও। যুক্তি বাদীরা নাস্তিক, র‍্যাসন্যালিষ্ট হয়ে রাসকেল হয়েছে, কুনো বিড়াল আর হুনো বিড়ালের মত পরের হেঁসেলে ঢুকে বিটকেল হয়েছে। এবার তাদের পাটকেল খাবার পালা এসেগেছে বলে মনে হয়। ইহুদীবাদীরা সারনাথ বঞ্চিত হওয়ার ফলে অনাথ হবে। বিশ্বব্যাপী গর্ভ ইংল্যণ্ডকে গ্রাস করবে। আমেরিকাকে ও অন্যান্য বস্তুবাদীদের গ্রাস করবে যেমন পেরিক্লিসের গণতন্ত্রী স্বৈরাচারিদের গ্রাস করেছিল।

Scanned with CamScanner

তুমি

- রেহানা শবনম

সবকিছু করতে পার।
আজ তুমি বলিয়ান।
জন্ম সূত্রে দেশ প্রেমিক,
মুখে 'গোলি মারো' শ্লোগান॥
গো-সেনা, গোবর-সেনা
আনাচে কানাচে সেনাদল।
অস্ত্রের ঝলকানি, হেথায়-সেথায়,
জনে জনে, বেড়েছে কোন্দল॥
ভীড় জমিয়ে, মানুষ হত্যায়।
জুড়ি মেলা ভার।
পেট চিরে, ভ্রুনের বুকে
গেঁথে দাও, ত্রিশূল-তলোয়'র॥
মিথ্যা কথায়, পারদর্শী
তুমিই সবার সেরা।
দু-কোটি চাকরি বছরে,
পনের লক্ষ, গেল কোথা??
বিদ্বেষের দূর্গন্ধ
কথায়-কথায় ওড়ে।
ব্যাংক, বীমা, রেল, তেল
দিলে বিক্রি করে॥

Mob : 9836785136
XEROX - করা হয় -
লেখনি পুস্তকালয়
সমস্ত শ্রেণীর বই এবং উপহারের বইও
সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।
ঘটমপুর (পূর্বপাড়া), পীরপুর, হাওড়া

কবি অকবি

- ইবনে সিরাজ

জানিনা, আমি কবি না অকবি
মনে হয়, ভুলে গেছি সবই।
মিলতে তায় আজো যারা গলে গলে
তাদের চুপি চুপি ব'লে যায় চলে –
হ্যাঁ, কবিরাই হ'তে পারে নবীর কাছাকাছি,
ততদিনই, যতদিন তুমি আছ, আমি আছি।

কবি যদি ভালোবাসেন নুর নবী মোস্তফায়,
ভালোবাসেন কোরআনে, ভালোবাসেন আল্লায়,
তবে তাঁর গান তাঁর সুর
হবে চির চেনা সুমধুর
রয়ে যাবে অমলিন মানুষের মনের কাবায়।

অহংকারের হার-না-মানা-হার পরোনা গলে,
রাগ নয়, অনুরাগের চেরাগ রেখোগো জ্বেলে,
এই হোক মোর শেষ বানী,–
এখানেই বন্ধু কিছুকথার শেষ ছেদ টানি।
কেননা বড়ো কথা, বড়ো ভাব,
আর এ অভাগার আসেনা মাথে,
কাব্যকবিতার আকাশে মোর
ওঠেনা সবিতা রঙে অবাধে।
সাধ ও নেই নতুন করে পেতে 'আধো চাঁদে'
সত্যি, মিথ্যে কথা বলতে আজো মোর বাধে।

Scanned with CamScanner

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবকে আশুঠাকুরে খোলা চিঠি

"কাজী সাহেব শুনেছেন"

কেমন আছেন কাজী সাহেব? মন ভালো নেই নিশ্চই? জানি তো কাজী সাহেব। ভালো থাকবেনই বা কেমন করে। কত আশা নিয়ে কত কষ্ট উপেক্ষা করে গোরাদের গোলামী না করে "কারার ঐ লৌহকপাট" এর ওপাড়ে জীবনের অমূল্য সময়গুলো নষ্ট না করে কারাগারেই রচনা করলেন কত কবিতা গান গল্প। আপনার ত্যাগ ও বিদ্রোহী হুঙ্কার গোরাদের বিদায় ঘন্টা বাজিয়ে পরাধীনতার দুঃসহ জীবন থেকে আমাদেরকে স্বাধীন হবার পথ মশ্রিন করলো আর আজ আপনার এ কি পরিনতি? আপনার জন্মদিন আমরা জানতে পারি সোসাল মিডিয়ার মাধ্যমে। যখন জানি তখন আমাদের সম্বিৎ ফেরে। অবশ্য কিছু মানুষ এ ব্যতিক্রম আছেন তবে তা খুবই নগন্য। জানিনা আপনাকে নিয়ে এত অনিহা কেন? বছরে শুধু একদিন আমরা সোসাল সাইট ভরিয়ে দেই বিদ্রোহী কবির স্মৃতি চারনায়, আর বাকি ৩৬৪ দিন? হায়রে স্বাধীন জাতি শুধু নিজের নিজের করেই গেলাম। আপনার সেই "মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম" আর নেই। আছে ধর্মের নামে বজ্জাতি, জাতের নামে বজ্জাতি, রাজনীতির নামে বজ্জাতি। একবৃন্ত এখন বহুবৃন্তে রূপান্তরিত হয়েছে। দুটি কুসুম এখন আর কোলাকুলি করে না। আমি তো জানি আপনি স্বাত্বিক মুসলমান ছিলেন তা সত্বেও হিন্দুদের কে আপন করে নিয়েছিলেন। আপনার হাত দিয়েই তো কালজয়ী শ্যামাসংগীতের লেখা প্রকাশ পেয়েছিল যা আজও হিন্দুদের ঘরে ঘরে ও নানান মন্দিরে নিঃসংকোচে বেজে চলে ছোঁয়াছুঁয়ির উর্ধ্বে গিয়ে। আপনি বিবাহ করে ছিলেন এক হিন্দু নারীকে এবং তার সমস্ত পুজায়ার্চা নিয়মনিষ্ঠা যাতে সঠিক ভাবে পালন করেন তার জন্য আপনি মত প্রদান করেছিলেন। আমরা জানি আপনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম জনপ্রিয় বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ কাজী নজরুল ইসলাম। শুনেছি আপনি নাকি বিদ্রোহী কবি, আর আপনার সেই বিদ্রোহের আগুনে গোরারা ভয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যেত। তাহলে কোথায় গেল আপনার সেই বিদ্রেহ? কোথায় গেল সেই হার না মানা তেজ? কি ভাবছেন কাজী সাহেব? আপনি কি আধুনিক স্বাধীনতার রূপান্তর দেখে শান্ত হয়ে গেছেন? হবারই কথা কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন "মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত আমি আমি সেই দিন হব শান্ত"।

সেই দিন কি এখনো আসেনি কাজি সাহেব? এখন যে আপনাকে আমাদের খুব প্রয়োজন। কবে আসবেন আপনি? কবে ধরবেন হাল? কবে বেজে উঠবে আগুন ঝরানো কবিতা আর গান। একটা অভিযোগ না করে পারছি না। আপনার প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপানার সাথেই

Scanned with CamScanner

থাকতেন। কিন্তু আজকাল বিদ্রোহি কবিকে কবিগুরুর সাথে খুব একটা দেখতে পাই না। রবীন্দ্রজয়ন্তি ধুমধাম করে হয়। চারিদিকে বেজে চলে রবীন্দ্রসংগীত শুধুই রবীন্দ্র সংগীত। আপনি তো চিরকালই আমাদের জন্য প্রানপাত করে গেলেন। যে কবি সমগ্র ভারতীয়কে তার বিদ্রোহী লেখায় গায়ের রক্ত গরম করে তুলতেন আজ সেই কবি কি ব্রাত্য হয়ে গেলেন? আপনার প্রয়োজন কি ফুরিয়েছে এই সভ্য সমাজের কাছে? আজকের নব সমাজের নব্য নবীনরা শুধুই কবিগুরু কবিগুরু করেই গেলো। আমি তো শুনেছি আপনাকে নাকি কবিগুরু খুব ভালবাসতেন। উনি নাকি আপনার লেখার খুব গুনগ্রাহী ছিলেন। তবে এখনকার শিশু যুবারা কেন বিদ্রোহী কবির অসাধারন সব কবিতা ও গানের অন্তরনিহিত স্বাদ হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কোথায় গেল সেই স্বর্নযুগের নজরুলগীতি? জানিনা আরও কত খণ্ড বিখণ্ড দেখতে হবে আমাদের। এখন আর ভারতীয়দের সাথে গোরাদের লড়াই নেই। গোরারা আমাদের খুব ভালো বন্ধু। শুধু ইংরেজ গোরারাই নয়। আমেরিকা রাশিয়া ফ্রান্স জার্মানির সবাই বন্ধু। ভাবছেন তাহলে তো আমরা খুব শান্তিতেই আছি। কেনই বা আপনাকে বিরক্ত করছি। না কবি না আমরা মোটেই শান্তিতে নেই। একটা দেশ ভেঙে তিনটে দেশ হলো আর আজ এই ভারত বাংলাদেশ আর পাকিস্তান তো নিজেরাই খেয়োখেয়ি করে মরছে। আপনি তো ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন। স্বাধীনতার প্রকৃত রুপ দেখেন নি। হয়তো বা বুঝেও চুপ করে গেছেন অভিমানে। আমি তখন খুব ছোটো। ক্লাস ফাইভে পড়ি। ১৯৭৬ সাল ২৯শে আগষ্ট। স্কুলে থাকাকালিন জানতে পারলাম আপনি আমাদের ছেড়ে স্বর্গ লোকে পাড়ি দিয়েছেন। হেড মাস্টার মশাই সেদিন স্কুল ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি হাফ ছুটি পেয়ে আনন্দে ছুটতে ছুটতে বাড়ি এসেছিলাম। তখন বুঝিনি আপনি আমার কোন পরমাত্মীয়। কি হারিয়ে ছিলাম তা বড় হয়ে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম যা আজও বহে নিয়ে চলেছি অন্তরের গভীরে। সুযোগ পেলেই প্রিয় গায়িকা ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে "আমি যার নুপুরের ছন্দে" "নয়ন ভরা জল গো" আপনার গানগুলি শুনে পরম তৃপ্তি লাভ করি। আর আপনার সুযোগ্য পুত্র কাজী সব্যসাচীর কণ্ঠে আপনার লেখা কবিতাগুলি "বল বীর বল চির উন্নত মম শির" "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া" যখন শুনি তখন রক্ত আমার টগবগ করে ফোঁটে।

আপনার কাছে তাই আমার বিনম্র অনুরোধ যে আপনিই পারেন এই সংকট হইতে আমাদের উদ্ধার করতে। আপনি আবার পৃথিবীর বুকে এসে এই সমাজে মুখোশধারী দেশী গোরাদেরকে আপনার সেই বিদ্রোহের আগুনে জ্বালিয়ে দিতে এ সমাজকে নতুন দিশা দেখান। আবার শুরু হোক রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। সবার কণ্ঠে আবার উচ্চারিত হোক "একই বৃন্তে দুটি কুসুম রবীন্দ্র আর নজরুল"। আপনাকে আমার শতকোটি প্রনাম...

বাবরি রবে অন্তরে

-আমান উল্লা মল্লিক (দঃ ২৪পরগনা)

ভেঙেছে তোমায় ওরা
অন্ধ উন্মাদনার বলে,
নিয়েছে কেড়ে ওরা
রাজ ক্ষমতার কৌশলে,
হে বাবরি তা বলে ভেবোনা কভু
তোমায় মোরা যাব ভুলে।

ভাঙলো যারা তোমায় দিবালোকে
বিচারের নামে প্রহসনে-
তাদেরই শংসাপত্র দিল
বেকসুর খালাস বলে,
হে বাবরি তা বলে ভেবোনা কভু
তোমায় মোরা যাব ভুলে।

শত শত বছর ধরে
শত কোটি সিজদা-
দিয়ে এলো যারা
তোমার ওই পবিত্র স্থলে,
হে বাবরি ভেবোনা কভু
তোমায় তারা যাবে ভুলে।

ছিলে তুমি আছো আজও
থাকবে তুমি চিরকাল;
রাখবো ধরে কিয়ামত-তক
মোদের ভগ্ন হৃদয় তলে,
হে বাবরি ভেবোনা কভু
তোমায় মোরা যাব ভুলে।

ক্ষমা করে দাও হে বাবরি
মোদের অযোগ্যতার তরে
জনি মোরা পারব না কভু
জবাব দিতে পরকালে,
হে বাবরি তা বলে ভেবোনা
তোমায় মোরা যাব ভুলে।

J.M. AGRO
Ph.- 9051163312
Prop : Jamanur Rahaman
BHAKTA (MORE), ULUBERIA, HOWRAH
All Kinds of Surgical Goods, Labulizer, B.P. Machine
(Manual, Digital) & Air Bed

Scanned with CamScanner

ফিউচার সিটিজেন একাডেমি

- নাসীর আহমদ

জীবনের প্রান্তে বসি কি হেরিলাম
ফিউচার সিটিজেন একাডেমি ফোরাম।
অঘটন ঘটে গেল ঘটমপুরে
কবিগন গাহে গান নবীয়ানা সুরে।
হেজাবে শরীর ঢাকা
গান গান মধুমাখা
শালীন শালিনা শরমা।
সীতাসম সীতসব যেন আশিয়া
এসেছে দেখিতে সবে মোরে ভালবাসিয়া।
আনসারুল হয়ে দেখ এসেছে আব্বাস
বেহেসতে হতে কি এল মোস্তাফা খাস।
পাশে পীরপুর
উত্তরে দক্ষিনে দেখ বুড়ো শিব (পুর)
অশিবের হবে অবসান
গাহিবে নতুন কবি নবজীবনের গান
তোমার রহম চাহি হে রব রহমান।
নবী ভক্ত কবিদের দিয়ে গেনু আগাম সালাম
আল্লামা হয়ে যেন ঘোষে এরা খোদার কালাম।
নতুন দুনিয়া যেন গড়ে ওঠে ইহাদের হাতে
এরা যেন দোয়া করে মোরে নব জীবনের প্রাতে।
যখন রবনা আমি, রবে শুধু রব
তোমাদের দিয়ে গেনু একাকীরের দোওয়া
ভালবাসা যবে।

Scanned with CamScanner

শ্রী কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশু নয়

- ডঃ সামসুল আলম

সব অপরাধ শুধু নবী মুহাম্মাদের (সাঃ)! কেন?

বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী, মুসলিম-অমুসলিম, সবার মনেই এই প্রশ্ন,

কেন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর এত বদনাম?

কেন তাকে অপমান করার চেষ্টা করতে হবে?

যখন উগ্রবাদী শিবসেনা, ভারতে মুসলিমদের উপর নির্যাতন করে, কিংবা কেউ অন্যায়ভাবে কাশ্মীরিদের হত্যা করে, তখন কেউ কিন্তু শ্রী কৃষ্ণকে এইজন্য দায়ী করেনা।

যখন বার্মায় রোহিঙ্গাদের উপর এমন পাশবিক গণহত্যা হলো তখন কেউ এই গন হত্যার জন্য বুদ্ধকে অপমান করার চেষ্টা করেনি। একইভাবে, ১.৫ মিলিয়ন ইরাকিদের হত্যার দায় যীশুর নেই।

প্রশ্ন হলো, নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এত বদনাম কেন?

তাঁর কি অপরাধ?

কারণ হলো, নবী মুহাম্মদ (সাঃ), অন্যদের মত, শ্রী কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও যীশুর মত শুধুমাত্র একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। তিনি এই পৃথিবীতে এক ধরণের বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন। এই কথাটি কেন বলেছি; সেই বিষয়ে কিছু তথ্য দিই, তারপর আমরা আবার মূল প্রশ্নে চলে আসবো। আপনি কি জানেন, নবী হওয়ার পর এই মানুষটি, সর্বপ্রথম সমাজে কি পরিবর্তন চেয়েছিলেন?

তিনি চেয়েছিলেন, নারীর অধিকার। সমাজ পরিবর্তনের জন্য কোরআনের আয়াতগুলিকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাজালে প্রথম আয়াতটির মূল বিষয় ও আদেশ ছিল, “নারী শিশুদেরকে জীবন্ত কবর দেয়া যাবে না” এর পর কিছুদিন পরই তিনি বললেন, একজন নারী তার পিতার, স্বামীর ও সন্তানের সম্পদের অংশীদার হবে। রাসূল (সঃ) যখন এই ঘোষনা দিলেন, তখনই তিনি সমাজপতিদের রোষানলে পড়ে গেলেন। এত দিনের মেনে চলা এই সংস্কৃতি ও আইনের বিরুদ্ধে, এই মত তারা মেনে নিতে পারেনি। (নারী শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়ার মত অপরাধ এই পৃথিবীতে এখনো আছে, আধুনিক ভারতে প্রতিদিন দুই হাজার নারী আসলো শিশুর এবরশন হয় কিন্তু কত জন নারীবাদী এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছেন?) তারপর আসলো ক্রীতদাসের কথা। তিনি জানালেন, মানুষ আর মানুষের ক্রীতদাস হতে পারে না। মৃত পিতার রেখে যাওয়া ইথিওপিয়ান ক্রীতদাসী উম্মে আইমানকে নিজের মা, আর উপহার হিসাবে পাওয়া জায়েদকে নিজের ছেলে, হিসাবে যখন সমাজে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন সারা পৃথিবীতে আলোচনা শুরু হয়ে গেলো।

মহাম্মদ (সাঃ) আসলে কি চায়?

ক্রীতদাস ছাড়া সমাজ ব্যবস্থা কেমন করে চলবে? অর্থনীতি কি করে আগাবে? ক্রীতদাসের দল মুক্তির জন্য আন্দোলন শুরু করলে কি অবস্থা হবে? ব্যাস, তিনি হয়ে গেলেন সমাজের সবচেয়ে বড় শত্রু। (আজকের আধুনিক ইউরোপীয়ানদের

Scanned with CamScanner

হাজার বছরের ক্রীতদাস প্রথা এখনো বহাল তবিয়তেই আছে। ব্ল্যাক লাইভস ষ্টীল ডাজ নট মেটার) ম্যালকম এক্সের মত বিপ্লবীরা, মুহাম্মদ আলীর মত শক্তিমান পুরুষরা যখন নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে ভালোবাসতে শুরু করলো, তখনই তাদের মনে হলো,সব অপরাধ ঐ আরব লোকটিরই।

তিনি বলেন, ধনীদের সম্পদের সুষম বন্টন হতে হবে। তাদের সম্পদের উপর গরীবের অধিকার আছে। তিনি ঘোষণা দিলেন, সবাইকে জাকাত দিতে হবে। সমাজের ধনী ব্যবসায়ী ও ক্ষমতাবানরা ভাবলো, মুহাম্মদ একজন সমাজ বিপ্লবী, তাকে সমাজ থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে। শেক্সপিয়ারে শাইলকের মত লোভী সব ইহুদি মুদ্রা ব্যবসায়ীদেরকে সুদ বন্ধ করতে আদেশ দিলেন। ধনী-গরিবের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করলেন। সবাই ভাবলো, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন সোসালিস্ট, তাকে মেরে ফেলতে হবে। নিজের অনুসারীদেরকে বললেন, তোমরা আর মদ পান করবে না। সমাজে অন্যায় অবিচার কমে গেলো। চুরি ডাকাতি কমে গেলো। মাতাল স্বামীর সংখ্যা কমে যাওয়ায়, নারী নির্যাতন প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। অসত্য পুরুষের মনে হিংসা শুরু হলো, এ লোক পাগল নাকি? মদ খাবে না, নারীকে নিয়ে ফুর্তি করবে না সে কোন ধরণের সমাজ চায়? মাদক ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে মুহাম্মদকে (সাঃ) ঠেকানের জন্য নতুন পরিকল্পনা শুরু করলো। অসহায় মানুষের কষ্টর্জিত সম্পদ নিযে জুয়ার আসরের নিষেধাজ্ঞা আসলো। মুহাম্মদের (সাঃ) আর কোন রক্ষা নেই। সে বড় বেশি বাড়া বাড়ি করছে। জুয়ার ব্যবসা ছাড়া সমাজে বিনোদনের আর কি রইলো? মুহাম্মদকে (সাঃ) ঘর ছাড়া করতে হবে। তার সব আয়-রোজগার বন্ধ করতে হবে। এখন কি বুঝতে পারছেন,

কেন মুহাম্মদের (সাঃ) এত অপরাধ?

এই যে এখন, নবী মূহাম্মদকে (সাঃ) কে এত বছর পর অপমান করার চেষ্টা করা হয়েছে তার কি কারন? শুধু "ফ্রীডম অফস্পিচ"? না। যে মানুষটির অনুসারীরা শুধু ভালোবাসা দিয়ে এক সময় আফ্রিকা বিজয় করেছিল সেই আফ্রিকার ২৪টি দেশের, শত বছরের কলোনিয়াল নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষণ থেকে যখন আলজেরিয়া ও তিউনেশিয়ার মত দেশগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি চেয়েছে তখনই নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হয়ে গেলেন বড় অপরাধী। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, অসহায় ও নিরপরাধ মানুষকে নিজের ক্রীতদাস করে রেখে যে সম্পদের পাহাড় তারা একসময় গড়েছেন, সেটি যখন হুমকির মুখে তখনই সব রাগ ও ক্ষোভ এসে জমা হয়েছে। এখন তাদের নবীকে আপমান করতে হবে, তাঁর ব্যঙ্গ চিত্র প্রদর্শন করতে হবে। তারপর আফ্রিকাতে আবার জঙ্গি দমানোর জন্য ন্যাটো বাহিনীকে পাঠাতে হবে। কিন্তু তারা পারবে না। পিউ রিসার্চের গবেষণা অনুযায়ী, শুধু ইউরোপেই প্রতিবছর প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে। আপনি দেখবেন কিছু দিন পর এই সংখ্যা হবে, দশ হাজার। কারন হলো, এই ঘটনার পর, মানুষ জানতে চাইবে, কে এই মুহাম্মদ? (সাঃ) প্রথমেই সে জানবে। মানুষটি শুধু আমাদেরকে মনে প্রাণে একজন মাত্র সৃষ্টিকর্তাকে ভালোবাসতে বলেছেন। যার কোন শরীক নেই। যিনি এক ও অদ্বিতীয়। মানুষরূপী কোন খোদার কাছে মাথানত করতে নিষেধ করেছেন। শিরক করতে নিষেধ করেছেন। একজন মানুষের জন্য শুধু এতটুকু জানাই যথেষ্ট।

Scanned with CamScanner

এখন কেউ যদি চোখ বন্ধ করে সূর্যের আলোকে দেখতে না চায়. তাহলে কি সূর্য আলো দেয়া বন্ধ করে দিবে নাকি সূর্যের আলো হারিয়ে যাবে? নবী মুহাম্মদ (সাঃ) হলেন এই পৃথিবীতে সেই আলো। এই আলোকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। 'Truth is Truth' ইউ ড়িনাই অর ইউ একসেপ্ট।

আজব দেশ

-সেখ আসরাফুল ইসলাম

এক আজব দেশে মানুষ ঠেশা কিন্তু জ্ঞানী কম।
সেথায় ধনি বখিল ফকির কিন্তু দানি কম।
সেথায় লক্ষ মানুয সকাল সাঁঝে ললাট ধুকে মরে।
সেথায় শোযন নিত্য সাথি সবার ঘরে ঘরে।
ডাকলে সেথা যায়না পাওয়া কোন কাজের লোক।
স্বার্থ গিড়ি চিত্তে গড়া ত্যাগে গিলে ঢোঁক।
অশ্রুর সেথা নেই কো দাম নেই কো ব্যকুলতা।
সেথায় জাত সবার বড় তুচ্ছ মানবতা।
সেথায় মরে মানুষ আহা শুধুই পশুরলাগি।
বিনা দোষে হয় যে দুষি যেন আসামি দাগি।
সেথায় আশা যায়না করা সঠিক সূক্ষ্ম বিচার।
চায়বে যেদিক দেখবে সেদিক খেল মানি টাকার।
নেতারা সেথায় মহা ভোগি তিমি মাছের খিদে।
নিশ্ব করে আমজনতার ব্যঘাত ঘটায় নিদে।
সেথায় সৎ মানেই বোকা অসৎ চালাকি।
সেথায় মানুষ পাথরে গড়া বোঝেনা বীবেক জ্বালা কি।
সেথায় কোর্ট কেশে ভরা আসামি ভরা জেল।
সেথায় স্কুল পরিক্ষা আছে নেই পাশ-ফেল।
সেথায় নব্য নেতা সবার বড় মাচায় মারে ভাষন।
আদিম যুগেও ওর বাপেরা করত জগৎশাষণ।
সেথায় ধর্ম বলে কর্ম করে ভরে টাকার ঝুলি।
সেথায় মূর্খরাসব গদিই বসে বিজ্ঞ মজুর কুলি।
সেথায় রক্ত মেখে প্রেমের বাণি ভিষন করে প্রচার ।
সেথায় চায়ের খাটিয় দেখতে পাবে বিজ্ঞানী সব নাসার।
সেথায় রাজা মিথ্যা বলে খবর বানায় সত্যি
সেথায় ভক্তগুলি সবই মন, মানতে চায়না যুক্তি।

নজরুল স্মরণে

- সেখ আবুতালেব

এ জাতি তোমায় ভুলিয়া গিয়াছে হে মহান নজরুল
মিথ্যার সাথে আপোষ করিয়া ফেরকায় আছে মশগুল॥
সত্যরে কর বন্ধু মিথ্যার সাথে লড় পাঞ্জা
এ বানী তোমার ভুলিয়া সবে আনিতেছে ঝড় ঝঞ্ঝা॥
তুমি ছিলে যবে তিতুমীর ইকবাল, ফজলুল ছিল বেঁচে
আজ কেউ নেই তাই এতিম এ জাতি পথে বসে শুধু কাঁদে॥
এসো এসো আবার এসো, শোনাও তোমার মুক্তির গান
অযোধ্যাতে লেগেছে আগুন গুজরাট আজ হয়েছে শ্মশান।
সাম্যের বীর সেনানী তুমি, কণ্ঠে ছিল ওমরের তেজ
স্ব-রাজ নয় স্বাধীনতা চাই দূর হও ইংরেজ।
আজ শান্তির আকাশে শকুনেরা ওড়োনীচেহায়নার দল
ধর্মের নামে ভণ্ডামি চলে মার খায় দুর্বল॥
আজাদ মুক্ত হিন্দু ভারত চাওনি কভু তুমি
যেথা আজ ও ঘটে হিংসা দাঙ্গা-বিভেদের রনভূমি॥

অনুগল্প

ভাবনা

- ফতেমা খাতুন

বর্তমান দেশের পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এটা এমন একটা ফুলের বাগান যে বাগানের ফুলগুলি সব কাঁটায় পরিণত হয়েছে। একটা কাটা আর একটা কাটাকে আক্রমন করেছে। দেশের পরিস্থিতি সকল ক্ষেত্রেই দিন দিন অবনতি ঘটছে। অথচ তার প্রতিকারের ব্যবস্থা যে সব সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকে আশা করা হয়, তাদের কোন চিন্তাভাবনা আছে বলে মনে হয় না। প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে প্রায় অক্ষম করে রাখা হয়েছে আমলাতন্ত্রকে। জনসাধারনের মনভোলানো যে সব কথা তাদের বলতে বলা হয় তার পুনরাবৃত্তি করার মধ্যেই তাদের ভূমিকা সীমায়িত দেশের বিভিন্ন অংশে দুর্দ্দশাগ্রস্থ মানুষের সমস্যা নিয়ে পেশাদারী ধর্মীয় বক্তা এবং রাজনৈতিক নেতাদের কোন মাথা ব্যথা নেই। যার ফলে হতাশা আর বেপরোয়া মনোভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এতে আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি বেড়ে চলেছে, ধর্মীয় এবং

Scanned with CamScanner

রাজনীতির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, কিন্তু তারা সংকট উত্তরনের উদ্দেশ্যে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহনের বদলে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহনের দায়িত্ব তারা এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু তারা বলতে পারছেনা যে কিছু ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া কোন সংকটের সমাধান করা যায় না। আজকের রাজনীতি ভাবা বেগের বিষয় নিয়ে মিথ্যা লড়াইয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি বা দায়বদ্ধতা ছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাম্প্রদায়িকতার সামনে দাঁড়ানো পরিহাসে পর্যবসিত হয়েছে। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জীবানু যখন আমাদের সাংস্কৃতির শক্তিগুলো তখন নানা উপায়ে সুবিধাবাদ ও হটকারীতার আশ্রয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। দেশে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক বাতাবরণ থেকে নিস্তার পেতে আমাদের অনুশীলন করতে হবে। শিক্ষা নিতে হবে হযরত মহাম্মদ (সঃ), যীশু-রামকৃষ্ণদেব-গৌতম বুদ্ধ-মহাবীর-গুরুনানকের কার্যপ্রণালী থেকে। আমাদের তরুন প্রজন্মোরা চিন্তাশীল যারা, ভবিষ্যতের দায় যাদের বেশি, এই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে তাদের সংগঠিত হবার সময় এসেছে। এটা সম্ভব হবে, যদি স্বচ্ছ দৃষ্টি সম্পন্ন এবং দলীয় সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠতে পারে এমন কিছু বাছাই করা লোকের দৃঢ় প্রচেষ্টা থাকে। প্রচেষ্টাই সৌভাগ্যের চাবিকাঠি। প্রচেষ্টার মধ্যেই মানব জীবনের সুখ ও কল্যাণ নিহিত।

মহাকবি আল মাহমুদ

-ইকবাল দরগাই (কলকাতা)

বাংলাদেশের ঢাকা শহরের রাজপথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে
বারবার মনে পড়ে তোমাকে হে মহাকবি আল মাহমুদ।
চেনা-অচেনা বাড়ির আড়ালে প্রভাতী সূর্য উঁকি দেয়,
দক্ষিণা বাতাস চুপিচুপি আমাকে বলে, তুমি আর নেই!
কে বলে তুমি নেই? তুমি আছো মধুর বাংলা ভাষায় পাতার পাতায়,
রাজপথে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা দেবদারু-পাইনের বনে
তোমার পদধ্বনি ঘুরপাক খেতে থাকে বারবার।
তুমি আছো একঝাঁক বুনো হাঁসের ভীড়ে
বাংলা ভাষামায়ের সোনালী নোলকে,
তুমি ছড়িয়ে আছো এবার-ওপার বাংলায়।
কে বলে তুমি নেই? তুমি আছো পাঠকের হৃদয়ের গভীরে
তুমি মিশে আছো আমাদের পরম ভালোবাসায়
মিশে আছো অগণিত এপার-ওপার বাংলার বাঙালির পাঠকের কোমল হৃদয় পটে।
কে বলে তুমি নেই? তুমি আছো বাংলা ভাষামায়ের কোল জুড়ে,
চাঁপাফুলের গন্ধে তোমার অনুভূতি টের পাই
মধুর শুদ্ধ অলংকারের নান্দনিকতা, কবিতার ছন্দের নতুনত্ব-
তুমি যে মোদের প্রিয় কবি, মহাকবি আল মাহমুদ।
যতদিন থাকবে বেঁচে মানুষ - থাকবে বেঁচে বাংলা ভাষা
ততদিন তুমি থাকবে সবার মাঝে হে মহাকবি আল মাহমুদ।

NO BEEF
আমন্ত্রন বিরিয়ানি এ্যাণ্ড রেস্টুরেন্ট
সকল প্রকার ফাস্টফুড ও চিকেন বিরিয়ানি পাওয়া যায়।
বীরশিবপুর স্টেশন রোড দঃ হাওড়া
বিঃদ্রঃ- সকল উৎসব অনুষ্ঠানে চিকেন বিরিয়ানি অর্ডার সাপ্লায়ার
Ph.- 6290331317 / 6290428703

Scanned with CamScanner

মানবতা কাঁদছে

- নাজমুস সাকিব (বাগনান)

দিকে দিকে মানবতা ঐ কাঁদছে,
নর রূপী পাষণ্ড ঐ আঘাত হানছে
নির্মম-নিষ্ঠুর-নৃশংস সে আঘাত
হত্যা করেও তৃপ্ত নয় তার মন
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে
লুকিয়ে ফেলে, লাশ
তারপর করে উল্লাস
দেখি বনের পশুও লজ্জা পায়
বলে, ধিক তোরে, শত ধিক্
হয়ে স্রষ্টার সেরা জীব
হিংসায় এগিয়ে মম অধিক!
ব্যাঘ্র-সিংহ হায়না
ক্ষুধা ছাড়া কাউকে খায় না
আর মানুষ?
অকারণ জাতিহিংসা চরিতার্থ করতে
পিছপা হয় না মানুষ মারতে!
ওহে মানব-পশুর দল!
ত্যাজি হিংসা-হলাহল
কর আত্মসমীক্ষা
লও পশুদের থেকে শিক্ষা।
একান্তই যদি না হতে পার মানুষ
হও পশু- তা-ও মন্দের ভালো
তার নীচে আর নেমো না।
চেষ্টা রেখো প্রকৃত মানুষ হওয়ার
করি' বিকশিত মনুষ্যত্বের জোয়ার
তব হৃদয়-অর্ণবে।

তুমি কেমন লেখক?

-আনসারুল আব্বাস

তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় সত্য ফুঠে ওঠেনা
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় সমাজের ছবি ভাসে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় কোন জ্ঞান গবেষণা থাকে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় সত্য মিথ্যার পার্থক্য থাকে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় ঘুমন্তদের ঘুম ভাঙে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় জালিম শাষকের ঘুম কাড়ে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় পথিকরা পথ পায় না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় মানবতার কথা থাকে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় দাসত্বের শৃঙ্খলা ভাঙেনা
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় অপসংস্কৃতির প্রতিবাদ থাকে না।
তুমি কেমন লেখক?
যা তোমার লেখায় শত্রুদের চেনা যায় না।

মুসলমানের দুর্গতি

-এলিজা আফরিন

এ দেশে কত মুসলিম শাসক করেছে শাসন
তবু এদেশে মুসলিমদের নেই কোন উন্নয়ন।
সব দিক থেকে পিছিয়ে আছে যত মুসলমান
এদেশে তাদের নেই একটুও সম্মান।
তারা সব ভাল কাজ গেছে করতে ভুলে
খোদার বানীকে রেখেছে তাকিয়ায় তুলে।
কটা মুসলিম আছে, যে খোদারবানী মানে?
কটা মুসলিম আছে যে খোদার বানী শোনে।

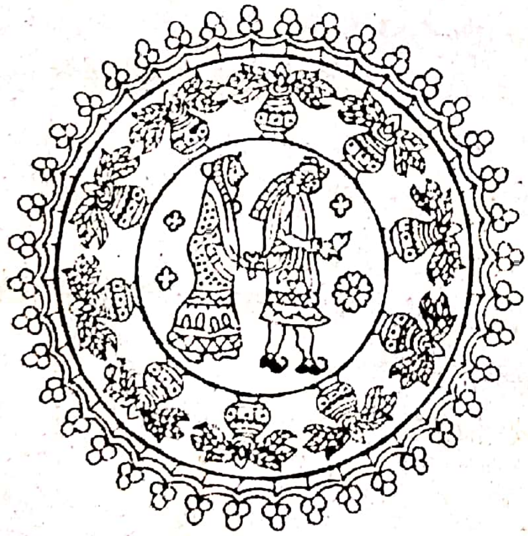

দিশা

- সেখ তৌফিক আলম (দঃ ২৪ পরগনা)

নীল আকাশে
শুভ্র-সাদা মেঘের আনাগোনা
বাগান ক্ষেত সব
সবুজ আবীরে নেওয়া।
পাখ-পাখালির কাকলি সুর সব
হারায় নি এখনো।
নদীর জল ধারা এখনো প্রবহমান,
গতিরুদ্ধ হয়নি সে-ও।
সাগরের রূপোলি ফসল-ইলিস,
মেছো বাজারে।
চড়া দাম।
তা-ও অবিক্রীত থাকেনি তো।
দুর্মূল্য স্বর্ণালঙ্কারের দোকানে,
ধনতেরাসের ভিড়, আগের মতোই।
ধর্মানুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে, আঢেল খরচ
লোকারণ্য ও যথারীতি আগের মতোই।
অন্যদিকে হত্যা যজ্ঞে, ধর্ষনে, মৃত্যুর মিছিল।
মহাজনী তাগাদায়, মানসিক যন্ত্রণায়
নিথর লাশের সারিতে
সংখ্যাটা শুধুই উর্দ্ধমুখী।
এসবই সত্য।
আর এই-সত্যের উর্দ্ধে-তোমায় উঠতে হবে।
বাঁচতে হবে, বাঁচতে হবে।
স্রষ্টায় শেষ নির্ভরশীলতা,
এই শ্বাশত-চিরন্তন সত্যকে।

Scanned with CamScanner

অনুগল্প

ভয়

-শেখ লিয়াকত হোসেন

আসরের নামাজ পড়ে শাকিলা গ্যাস-উনুনে চায়ের হাড়িটা বসিয়েছে কি অমনি সদর দরজার কলিং বেলটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে বেজে উঠল। ভয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল ওর সারা শরীরে। ভাবতে লাগল দরজাটা এখন খুলবে কি খুলবে না। বেলটা থেমে আবার বেজে উঠল।

মনের ভিতর সাহসটা একটু উঁকি দিল-দি'নের বেলা তো! ভয় কি? হয়ত কোন মানুষ তার খুব দরকারে এসেছে।! সাহসে ভয় করে অতি সন্ত র্পনে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজা খোলার আগে তিনবার সুরা নাস, ফালাক পড়ে বুকে ফুক দিয়ে নেয় সে! দরজা খুলেই' এ কি মামা এসেছ যে! এসো এসো"বলতেই শাকিলার মুখমণ্ডলে একটা খুশীর ঝিলিক খুলে গেল! চেয়ারে বসিয়ে বাড়ির সকলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করে রান্নাঘরে চলে যায় শাকিলা।

একটু পরেই চায়ের ট্রে হাতে নিয়ে মামার সামনে এল চা-য়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে মামা জিজ্ঞেস করে, বল তোদের খবর কি? শালিকা বলে, না মামা আমাদের খবর ভালো নয়। সব সময় একটা আতঙ্কে থাকি। তোমার জামাই যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে ততক্ষণ একটু সাহস পাই।

কেন কিসের আতঙ্ক? মামা উতকণ্ঠিত হয়।

চুপ করে থাকে শাকিলা।

বল না কিসের আতঙ্ক তোর?

পাশের চেয়ারটা টেনে নিয়ে মামার মুখোমুখি বসল। আঁচলটা পিঠের দিক থেকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলতে শুরু করে শাকিলা, আমার শ্বশুর মারা যাবার পর তুমি তো ছোলা-টোলা পড়াতে বারণ করে গেলে। বললে ওসব ইসলামে নেই। তোমার জামাই আর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মামা যখন বারণ করে গেছে তখন আর ওসব করতে যাব না। কিন্তু পাড়ার লোকে কিছু আর বলতে বাকি রাখল না। যাক যে, ও সব আমরা তোয়াক্কা করি না। কিন্তু তারপর সাত দিন পেরোতে না পেরোতেই সে কি কাণ্ড!

মানে?

শাকিলা একটু ঢোক গিলে কণ্ঠস্বর নীচু করে বলে, রোজ রাতের বেলা সদর দরজার কলিং বেলটা আজগুবি বাজতে থাকে! তোমার জামাই বেশ কয়েকবার লাইট জ্বেলে দরজা খুলে দেখে কেউ নেই।

সেকি? দিনের বেলায়ও বাজে?

হ্যা, দিনের বেলাতেও বাজে। কখনও কখনও একটানা বেজেই চলে। পাড়ার লোকেরা বলতে লাগলো বাপ মরে গেলো, ছেলে তার গোতি করল না। টাকা খরচ হয়ে যাবে যে! এবার বোঝো ঠ্যালা। বুড়োর আত্মা এসে রোজ কলিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে। মামা চেয়ারের হেলান ছেড়ে সোজা হয়ে বসে বললো, সে কি গো?

হ্যাঁ মামা, আমারও তাই মনে হয়েছে!

চোখ দুটো বড়ো বড়ো করে তাকিয়ে মামা বলে ওঠে, তোরও তাই মনে হয়েছে?

হ্যাঁ, তো! না হয়ে আমার উপায় কি? একটু ঢোক গিলে আবার বলে, তোমার জামাই মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে জানতে চাইল, এর

Scanned with CamScanner

হকিকতটা কি বলুন তো? ইমাম সাহেব বললেন, তুমি তোমার বাপের নামে ছোলা পড়াও নি, তাই তোমার বাপের আত্মা শান্তি পাচ্ছে না। কলিং বেল টিপে তোমাদের সংকেত দিচ্ছে! কিন্তু কি করতে হবে জানতে চাওয়ায় ইমাম সাহেব কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। এখন আর পাঁচপো ছোলাতে হবে না; আড়াই কিলো ছোলা পড়াতে হবে, আর তোমার বাড়ির চারপাশের চল্লিশ ঘরে লোককে খানা করে খাওয়াতে হবে।

মামা বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, তারপর?

তারপর আমরা তাই করলাম। সাত হাজার টাকা খরচ হলো।

তারপর থেকে বন্ধ হয়েছে?

না গো মামা, তারপরেও হতে লাগলো। আবার তোমার জামাই ইমাম সাহেবের কাছে গেল। খুলে বললো সব। কিছুক্ষণ চিন্তা ভাবনা করে ইমাম সাহেব বললেন, আচ্ছা, যাদেরকে তোমরা খাইয়েছো তারা কি সব নামাজি?

তোমার জামাই তখন বললো, দু চারজন বাদে সবাই বে-নামাজী।

ইমাম সাহেব তখন বললেন, ওই জন্যেই তো কাজ হয় নি। শোন এবার আর বে-নামাজীদের নয়। এবার বিভিন্ন মাদ্রাসার ২০০ জন তালবিলিম (ছাত্র) দের, আর ৪০ জন মোদাররেস (শিক্ষক) দেরকে খানা করে খাওয়াও।

তোমার জামাই তখন বললো, তাহলে এবার বন্ধ হয়ে যাবে তো? ইমাম সাহেব বললেন, চল্লিশ দিন পর্যন্ত এ রকম চলতে থাকবে, কারণ প্রথম কাজ, যেটা মারার চারদিনেই করতে হয় সেটা তো তুমি কর নি। যাই হোক একটু টাইম লাগবে। আস্তে আস্তে কমে যাবে। এটা না করলে সারা জীবন তোমাদের ভুগতে হবে।

ভয়ে ভয়ে আমরা তাই করলাম। প্রায় ১০ হাজার টাকা এবার খরচ হলো। ওই ইমাম সাহেব দোয়া করে বকসে দিলেন বলে তাকে দু হাজার টাকা দিতে হলো।

মামা জিজ্ঞেস করে, এবার বন্ধ হয়ে গেছে তো?

একেবারে বন্ধ হয় নি, তবে একটু কমেছে। এই তো সবে ৪০ দিন পার হয়েছে।

মামা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিল। কিছুক্ষণ চোখ দুটো বন্ধ করে চিন্তার গভীরে ডুব দিল। যেমন করে ডুবুরিরা সাগরে ডুব দিয়ে ঝিনুক খোঁজে তেমনি করেই সে এই রহস্যের সূত্র খুঁজতে লাগলো।

শাকিলা মামার এই দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে উঠলো। ভাবতে লাগলো মামার ওপর শ্বশুরের আত্মা ভর করলো না তো?

কিছুক্ষণ পর গা-ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসলো মামা। জিজ্ঞেস করল, তোদের স্ক্রু-ড্রাইভার আছে?

স্ক্রু-ড্রাইভার কি করবে মামা?

খুলে দেখবো কলিং বেলের সুইচটা।

কেন মামা, কলিংবেল তো ঠিক আছে। তুমি যখন এলে, দেখলে তো বেলটা বাজছে।

তোর শ্বশুরের আঙুলে ছাপ আছে কিনা দেখবো।

রসিকতা করে মামা।

হিঃ হিঃ করে হেসে ফেলে শাকিলা। বলে যে আত্মা দেখা যায় না তার আবার আঙুলের ছাপ?

মামা যখন চাইছে তখন স্ক্রু-ড্রাইভারটা এনে দিল সে। তা ছাড়া সে জানতো মামা একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রি। স্ক্রু-ড্রাইভার হাতে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল মামা। পিছনে পিছনে গেল শাকিলা। সুইচের ঢাকনাটা খুলে মামা বুঝলো তার ধারণাটাই সঠিক। শাকিলাকে দেখালো, এই

Scanned with CamScanner

দ্যাখ এখানে দুটো তার আছে। সুইচ টিপলে দুটো তার যখন জয়েন্ট হয় তখন কলিংবেলটা বেজে ওঠে। এই দ্যাখ, কতকগুলো কাঠ পিঁপড়ে মরে পড়ে আছে। পিঁপড়ে বড়িতে যখন দুটো তারের সংযোগ ঘটে তখন বেলটা বেজে ওঠে। দরজার সামনে এই আশুদ (আশ্বত্থ) গাছ থেকে টপ্ টপ করে পিঁপড়ে পড়ে। কথাগুলো বলে শাকিলার দিকে ফিরে তাকাল মামা।

শাকিলা বিস্ময়ে তাজ্জব বনে যায়। বলে এতদিন তাহলে মামা আমরা একটা ভুল ধারণার মধ্যে ছিলাম?

অবশ্যই।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শাকিলা বলে, যাক তুমি বাঁচালে মামা।

দূর পাগলি, বল আল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছে।

শাকিলার মুখমণ্ডলে একটা প্রশান্তির ঢেউ খেলে গেল।

অফিস ঃ 9123671715 / 6289964402
7003290237 / 9830378912

উলুবেড়িয়া ডায়াগোনোস্টিক সেন্টার

সময় ঃ প্রত্যহ সকাল ৮.৩০ থেকে রাত্রি ৯টা

বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

DIGITAL X-RAY
ARE DONE HERE

এন.সি.ভি, ই.এম.জি
অ্যাডভান্স প্রাথলজি
স্পেশালিটি পলিক্লিনিক
ই.সি.জি

হলটার মনিটারিং
ই.ই.জি
ফিজিওথেরাপি

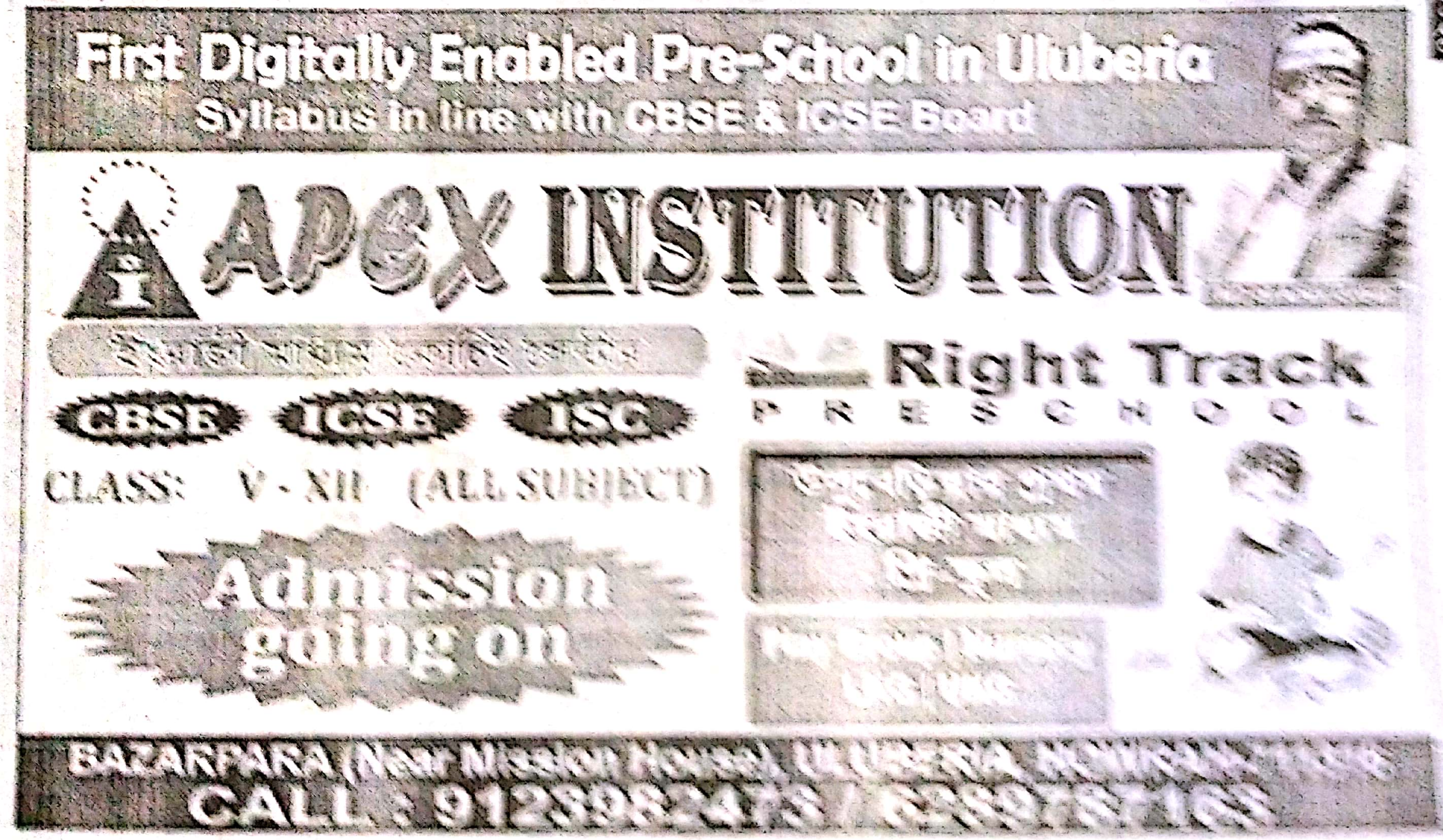
First Digitally Enabled Pre-School in Uluberia
Syllabus in line with CBSE & ICSE Board
APEX INSTITUTION
CBSE
ICSE
ISC
CLASS: V - XII (ALL SUBJECT)
Admission going on
Right Track
PRESCHOOL
BAZARPARA (Near Mission House), ULUBERIA, HOWRAH
CALL :

APEX INSTITUTION

An English Medium Coaching Centre

CBSE ICSE ISC

CLASS : V-X (ALL SUBJECT)

XI-XII (SCIENCE, ARTS, COMMERCE)

JEE & NEET

Admission going on for new session

BAZARPARA (O.T. ROAD), ULUBERIA, HOWRAH-711316

CONTACT NO. : 6289787163, 9830899001, 9123982473

E-mail : apexinst.ulu@gmail.com

Scanned with CamScanner

উলুবেড়িয়ায় সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আধুনিক সুবিধা যুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র

রেনবো

ক্লিনিক এণ্ড মেডিকেল সার্ভিস

বাজারপাড়া, উলুবেড়িয়া স্টেশন রোড (দঃ) হাওড়া

কোন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখাতে নাম লেখান একদিন আগে সকাল ৮টা থেকে রাত্রি ৮টা

Ph. : (033) 2661-1617, Mob.-9748493438 / 9874868931

উলুবেড়িয়া মেডিকেল হল ঔষধ কিনুন নিশ্চিন্তে

রেনবো ডায়াগনষ্টিক

উন্নত প্রযুক্তির ডায়াগনষ্টিক পরিষেবা

- আল্ট্রাসোনোগ্রাফী
- ইকো কার্ডিওগ্রাফী
- কালার ডপলার
- ইউ এস জি গাইডেড এফ এন এ সি
- সফট টিশু ইউ এস জি
- TVS দ্বারা Follicular Study
- মহিলা ডাক্তার নিজে করেন
- অ্যাডভান্সড প্যাথোলজি
- এণ্ডোস্কপি
- ইসিজি (কম্পিউটারাইজড)
- স্পাইরোমেট্রি (পিএফটি)
- অডিওমেট্রি
- ইইজি
- ইএমজি
- এনসিভি
- ফিজিওথেরাপি

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৯০৩৬৯৭৪৪৯

Scanned with CamScanner